নভেম্বর মাস
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের মাস

প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪০ ❖ ৯ - ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

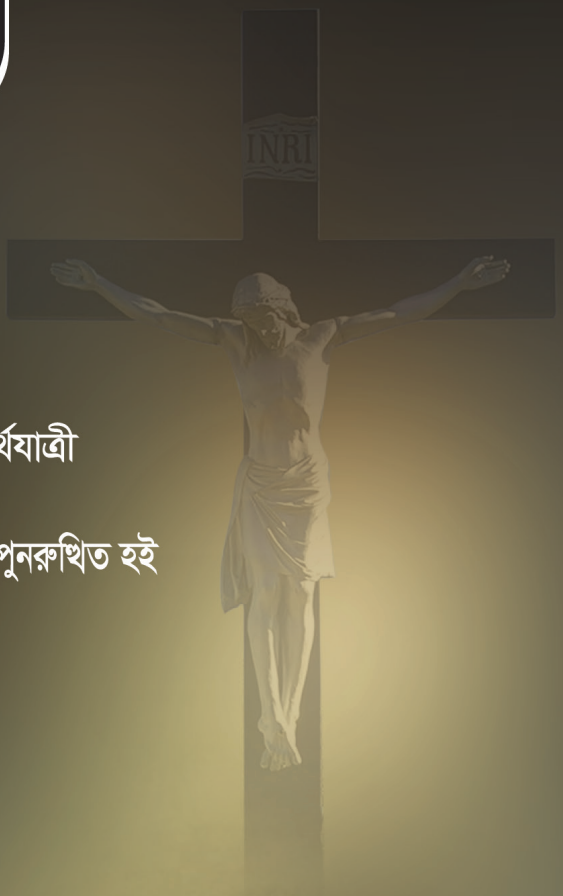

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী

আমরা যিশুর মতো মরি; যিশুর মতো পুনরুত্থিত হই

আগামীকাল আমি, আজ তুমি

সামসঙ্গীত মাণ্ডলিক উপাসনায়
এর ব্যবহার ও অর্থ

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর নতুন ভবন নির্মাণে অংশীদার হওয়ার আমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী হলি ক্রস সংঘের শিক্ষাসেবা সর্বজন বিদিত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমনের পর থেকে শিক্ষা বিস্তারে হলি ক্রস সংঘ অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষা বিস্তারে এ দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশসেরা নটর ডেম কলেজসহ ছোট বড় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। মিশনারি গঠন ও শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ জাতি গঠনে বিশ্বব্যাপী ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ অবদান রেখে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় গুণগত ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করনে হলি ক্রস ফাদারগণ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ এপ্রিল ঢাকার মতিঝিলে প্রতিষ্ঠা করেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ১২ বছর অতিক্রম করার গৌরব অর্জন করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে ২০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত করে সুনামের সহিত দেশে ও বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি লাভে অধ্যয়নরত এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ২০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। শুধুমাত্র নিয়মিত পাঠ্যক্রম নয় বরং মূল্যবোধ ও নৈতিক গঠনের শিক্ষা দানেও প্রতিষ্ঠানটি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ ও নিরাপত্তা থাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, অতি দ্রুত গতিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' একটি ১৫তলা বিশিষ্ট শিক্ষাভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদেশী উপকারী বন্ধুদের পাশাপাশি এই মহান কর্মযজ্ঞে স্থানীয় জনগণের অবদান ও অনুদান সংগ্রহের জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় অনুদান সংগ্রহের জন্য এই কমিটির সদস্যবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন বাংলাদেশী ও খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমরা আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং আর্থিক অনুদান উদারভাবে কামনা করছি। সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মযজ্ঞের অংশীদার হতে, আমরা আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।
আর্থিক অনুদান পাঠানোর ব্যাংক হিসাব নং-

Account Name: NDUB Development Fund	Branch Name: Main Branch
Account Number: 110111125051571	Routing Number: 140275353
Bank Name: Mercantile Bank Limited	Swift Code: MBLBBDDH001

আপনাদের উদারতা ও আর্থিক অনুদানের জন্য অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ড. ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি
চেয়ারম্যান
নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

ড. ফাদার প্যাট্রিক ডি. গ্যাফনী, সিএসসি
উপাচার্য
নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

ফাদার জেমস সি. ক্রুজ, সিএসসি
পরিচালক, স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ কমিটি
নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। **কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি,** অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ, সম্মানিত সদস্য
২। **বিশপ সুব্রত বি. গমেজ,** সহকারি বিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, সম্মানিত সদস্য
৩। **ফাদার জেমস সি. ক্রুশ, সিএসসি,** আহ্বায়ক, স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ কমিটি
৪। **ফাদার স্বপন এ. দাস, সিএসসি,** সদস্য সচিব
৫। **ফাদার প্যাট্রিক ডি. গ্যাফনী, সিএসসি,** উপাচার্য, এনডিইউবি, সদস্য
৬। **ফাদার চার্লস বি. গর্ডন, সিএসসি,** উপ-উপাচার্য, এনডিইউবি, সদস্য
৭। **ফাদার জর্জ কমল রোজারিও, সিএসসি,** চেয়ারম্যান, এনডিইউবি, সদস্য
৮। **ব্রাদার বিনয় এস. গমেজ, সিএসসি,** শিক্ষার্থী কাউন্সিলর, এনডিইউবি, সদস্য
৯। **সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি,** অধ্যক্ষ, হলি ক্রস কলেজ, সদস্য
১০। **ড. আলো ডি'রোজারিও,** প্রেসিডেন্ট, কারিতাস অব এশিয়া, সদস্য
১১। **কর্ণেল যোসেফ অ. রোজারিও (অবঃ),** বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সদস্য
১২। **ড. পিটার হালদার,** জাতীয় পরিচালক, বিওয়াইএফসি, সদস্য
১৩। **মি. রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও,** প্রশাসনিক পরিচালক, ডিভাইনমার্সি হাসপাতাল, সদস্য
১৪। **মি. রেনেট জে. পি. গমেজ,** সহকারি অধ্যাপক, এনডিইউবি, সদস্য
১৫। **ড. নমিতা হালদার,** এনডিসি, সেক্রেটারি (অবঃ), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সদস্য
১৬। **মি. চন্দন গমেজ,** সিনিয়র পরিচালক, অপারেশন অ্যান্ড প্রোগাম কোয়ালিটি, ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ, সদস্য
১৭। **মি. চয়ন রিবেরু,** কো-অর্ডিনেটর ট্রেনিং (মার্কেটিং), সিডিআই, বাংলাদেশ কারিতাস- সদস্য
১৮। **অপূর্ব ম্রং,** ডিরেক্টর প্রোগ্রাম, কারিতাস বাংলাদেশ, সদস্য
১৯। **মি. রঞ্জন হেনরী গমেজ,** ব্যবসায়ী, সদস্য
২০। **বাবু মার্কুজ গমেজ,** নির্বাহী সদস্য, এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক অ্যালায়েন্স অব ওয়াইএমসিএ, সদস্য

বিজ্ঞ/২৩২/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ৪০
০৯ নভেম্বর - ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৪ কার্তিক - ৩০ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

ক্ষণস্থায়ী মানুষের চিরস্থায়ী হবার বাসনা

মানুষ শুধুমাত্র সৃষ্টির সেরা জীবই নয়; সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে বা সাদৃশ্যে সৃষ্ট। ঈশ্বরের সাথে একাত্ম থাকলে মানুষও অমর হয়ে থাকতে পারে। তবে বাস্তবতায় মানুষ জানে সে ক্ষণস্থায়ী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর দিকে যাত্রা শুরু করে–এটাই সৃষ্টির নিয়ম। তবুও মানুষ কখনো মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। সভ্যতা যত উন্নতই হোক, বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই হোক না কেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হলে মানুষ এখনো ভীত ও অসহায়। কিন্তু এই ভয়ই মানুষকে প্রেরণা দেয় মৃত্যুকে অতিক্রম করার, চিরস্থায়ী হওয়ার, অমরত্ব লাভের অনন্ত বাসনায়।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ অমরত্বের সন্ধান করেছে। কেউ খুঁজেছে ধর্ম ও তপস্যায়, কেউ আবার যাদু-টোটকায়, রসায়ন কিংবা ঔষুধে। প্রাচীন মিসরীয় ফারাউনেরা মমির মাধ্যমে মৃত্যুর পর দেহ সংরক্ষণ করে ভাবত, তারা পুনর্জীবিত হবে। প্রাচীন গ্রীসে "অমৃত" পান করার কাহিনি ছিল দেবতাদের চিরস্থায়ীত্বতার প্রতীক। আজকের যুগে সেই অনুসন্ধান নতুন রূপ পেয়েছে–জিন সম্পাদনা, ক্লোনিং, ক্রায়োনিক সংরক্ষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় চেতনা স্থানান্তর ইত্যাদি প্রযুক্তিগত প্রয়াসে। মানুষ চায় সময়কে থামিয়ে দিতে, বার্ধক্যকে উল্টো পথে ঘুরিয়ে দিতে।

কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলোর অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক গভীর ভ্রান্তি। মানুষ ভুলে যায় যে, দেহের সীমা অতিক্রম করলেও আত্মার সীমা কেবলমাত্র ঈশ্বরই নির্ধারণ করেন। অমরত্ব মানুষের নিজের অর্জন নয়; এটি একমাত্র ঈশ্বরের দান। পবিত্র বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, "তুমি ধূলি, ধূলিতেই আবার ফিরে যাবে" *(আদিপুস্তক ৩:১৯)*। তবুও ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা–যা বাইবেলের *উপদেশক গ্রন্থ ৩:১১*-তে বলা হয়েছে, "তিনি মানুষের অন্তরে অনন্তকাল স্থাপন করেছেন।" অর্থাৎ, এই তৃষ্ণা ভুল নয়, বরং মানুষের আত্মার গভীরে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি।

আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেন মানুষের কাছে এক নতুন ঈশ্বর। কেউ জিন সম্পাদনা করে বার্ধক্য রোধ করতে চায়, কেউ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় নিজের চেতনা স্থানান্তরের স্বপ্ন দেখে। আবার কেউ সম্পদ, খ্যাতি বা ক্ষমতার মাধ্যমে নিজের নাম চিরস্থায়ী করতে চায়। কিন্তু এই পথগুলো মানুষকে অমরত্ব দেয় না; বরং তাকে করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ ও আধ্যাত্মিকভাবে শূন্য। ঠিক যেমন বাবেলের টাওয়ার নির্মাতারা আকাশ ছোঁয়ার অহংকারে পতিত হয়েছিল, তেমনি আধুনিক মানুষও আজ ভুল পথে অমরত্ব খুঁজছে।

পবিত্র বাইবেল আমাদের শেখায়, সত্যিকার চিরস্থায়িত্ব শরীরের নয়, আত্মার। প্রভু যিশু খ্রিস্ট বলেন, "আমি-ই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপরে বিশ্বাস করে, সে মরলেও জীবিত থাকবে" *(যোহন ১১:২৫)*। এই বিশ্বাসই মৃত্যুকে পরিণত করে মুক্তিতে। খ্রিস্টে পুনর্জন্মের মাধ্যমে মানুষ পায় সেই অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা, যা কোনো বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি দিতে পারে না।

অতএব, অমরত্বের প্রকৃত পথ হলো ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। খ্রিস্টের মতো আত্মত্যাগের জীবনে যারা বাঁচে, তারাই আসলে চিরস্থায়ী হয়। কারণ ভালোবাসা ও সত্য কখনো মরে না; তারা বেঁচে থাকে অন্যের জীবনে, সময় ও কালের উর্ধ্বে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট অনেকের অনুভূতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে (https://www.facebook.com/dhakastreamfb)। রেখা ইসলাম নামে একজন মুসলিম ভদ্র মহিলা খ্রিস্টান কবরস্থানে মোমবাতি প্রজ্বলন করেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়ে বলতে থাকেন, আমি পথশিশু ছিলাম কিন্তু নিউজিল্যান্ডবাসী এলেন চেনী আমাকে আলোকিত করেছেন, পিতৃস্নেহে আমাদেরকে মানুষ করেছেন। তার ভালোবাসার প্রতিদানেই তাঁর কবরে বাতি দিতে এসেছি। ধর্মের উর্ধ্বে উঠে এলেন চেনী যেমনি ভালোবাসা ছড়িয়েছেন রেখা ইসলামও শ্রদ্ধা-সম্মান জানিয়ে এলেন চেনীকে অমর করে তুলেছেন। এমনিভাবেই আমরা সদগুণাবলীগুলো অনুশীলন করে পরস্পরকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারি।

আজ সত্যিই প্রয়োজন আত্মসমালোচনার। আমরা কি সত্যিই ঈশ্বরের মধ্যে অমরত্ব খুঁজছি, নাকি নিজেদের অহংকারে? মানুষ যদি চিরস্থায়ী হতে চায়, তবে তাকে ভালোবাসায়, ক্ষমায় ও সেবায় নিবেদিত হতে হবে। খ্রিস্ট যেমন ক্রুশের মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করেছেন, তেমনি আমরাও তাঁর অনুসরণে আত্মত্যাগের মাধ্যমে চিরজীবন লাভ করতে পারি।

আমাদের জীবনের স্থায়িত্ব যতই ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন, খ্রিস্টে বিশ্বাসী মানুষের জন্য মৃত্যু শেষ নয়–এ কেবল এক নতুন শুরু। তাই অমরত্বের সত্য পথ বিজ্ঞানে নয়, বিশ্বাসে; শরীরে নয়, আত্মায়; পৃথিবীতে নয়, স্বর্গরাজ্যে। তাই আসুন, অমরত্ব খুঁজি প্রযুক্তিতে বা অহংকারে নয়, বরং খুঁজি খ্রিস্টে–যাঁর মাঝে মৃত্যুর ক্ষয় হয়েছে, আর মানুষ পেয়েছে অনন্ত জীবনের আলো। †

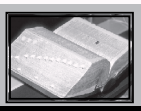

আমার পিতার গৃহটাকে একটা বাজারে পরিণত করো না। (যোহন ২:১৬)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

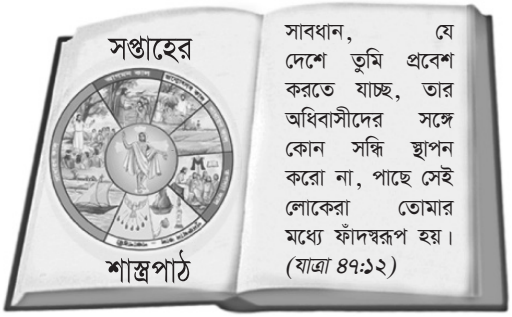

সাবধান, যে দেশে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তার অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধি স্থাপন করো না, পাছে সেই লোকেরা তোমার মধ্যে ফাঁদস্বরূপ হয়। *(যাত্রা ৪৭:১২)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৯ নভেম্বর - ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

০৯ নভেম্বর, রবিবার
সাধারণকালের ৩২শ রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস, *পর্ব*
বিবিধ পর্বদিবসের বাণীবিতান থেকে: যাত্রা ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, ৯, ১ করি ৩: ৯গ-১১, ১৬-১৭, যোহন ২: ১৩-২২

১০ নভেম্বর, সোমবার
সাধারণকালের ৩২শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
মহাপ্রাণ সাধু লিও, পোপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
প্রজ্ঞা ১: ১-৭, সাম ১৩৯: ১-১০, লুক ১৭: ১-৬

১১ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৩২শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু মার্টিন, বিশপ, *স্মরণ দিবস*
প্রজ্ঞা ২: ২৩ -- ৩: ৯, সাম ৩৪: ১-২, ১৫-১৬, ১৭-১৮, লুক ১৭: ৭-১০

১২ নভেম্বর, বুধবার
সাধারণকালের ৩২শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
সাধু যোসেফাত, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণদিবস
প্রজ্ঞা ৬: ১-১২, সাম ৮২: ৩-৪, ৬-৭, লুক ১৭: ১১-১৯

১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৩২শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
প্রজ্ঞা ৭: ২২--- ৮: ১, সাম ১১৯: ৮৯-৯১, ১৩০, ১৩৫, ১৭৫, লুক ১৭: ২০-২৫

১৪ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধারণকালের ৩২শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
প্রজ্ঞা ১৩: ১-৯, সাম ১৯: ১-৪, লুক ১৭: ২৬-৩৭

১৫ নভেম্বর, শনিবার
সাধারণকালের ৩২শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, বিশপ ও আচার্য, **ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে**
প্রজ্ঞা ১৮: ১৪-১৬; ১৯: ৬-৯, সাম ১০৫: ২-৩, ৩৬-৩৭, ৪২-৪৩, লুক ১৮: ১-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৯ নভেম্বর, রবিবার
+ ২০২২ ফা. পাওলো চিচেরি, পিমে (রাজশাহী)
+ ২০২৩ ফা. গিলবার্ট লাগু, সিএসসি (ঢাকা)

১০ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৮৭ ফা. আন্তনিও আলবেতেন, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৯৯ এ্যানেট ডি'কস্তা, ওসিভি

১১ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৭ ফা. লিও গোগিন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সি. এম. বনিফাস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সি. আগ্নেস মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৬৩ ফা. আলফন্স মেতিভিয়ার, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৮ ফা. লুইজি ব্রামবিল্লা, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৩৮ ব্রা. জন হাইম, সিএসসি
+ ১৯৭১ ফা. উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২৩ সি. তেরেজিতা রেমা, এসএসএমআই

১৪ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৮৮ ফা. চার্লস জে. ইয়ং, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সি. জুসেপিনা ডি'সূজা, এসসি (দিনাজ)
+ ২০২১ পারুল ডরোথি হালদার, ওসিভি

১৫ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৯১ ফা. মারিও আলভিজিনি, পিমে (দিনাজপুর)

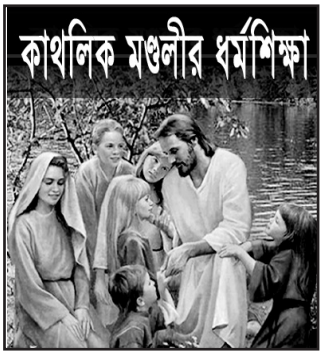

দশ-আজ্ঞা এবং প্রাকৃতিক বিধান

২০৭০ দশ আজ্ঞা ঐশপ্রকাশের অন্তর্ভুক্ত। একই সময়ে এগুলো আমাদের প্রকৃত মানবতা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এগুলো অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলোই নির্দেশ করে; সুতরাং পরোক্ষভাবে তা মানবব্যক্তির সহজাত মৌলিক অধিকারগুলোই ব্যক্ত করে। দশ-আজ্ঞাই প্রাকৃতিক বিধানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

আদিতে ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ে প্রাকৃতিক বিধানের আজ্ঞাগুলো রোপিত করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তারই প্রকাশ হচ্ছে দশ-আজ্ঞা।

২০৭১ দশ-আজ্ঞার আদেশসমূহ যদিও কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধির দ্বারাই বোধগম্য, তথাপি তা ঐশপ্রকাশের মাধ্যমে এসেছে। প্রাকৃতিক বিধানের দাবি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করার জন্য পাপী মানুষের পক্ষে ঐশপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল।

পাপে পতিত অবস্থায় মানুষের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হওয়ার ফলে এবং তার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে দশ-আজ্ঞার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাদান তার জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

খ্রীষ্টমণ্ডলীতে আমাদের কাছে প্রদত্ত ঐশপ্রকাশের এবং নৈতিক বিবেকের কণ্ঠস্বর শ্রবণের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ জানতে পারি।

দশ-আজ্ঞা সংক্রান্ত দায়িত্ব-কর্তব্য

২০৭২ দশ আজ্ঞা যেহেতু ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের মৌলিক কর্তব্যের বিষয়ে নির্দেশ দেয়, সেহেতু এর মৌলিক বিষয় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্য। এগুলো মূলতঃ অপরিবর্তনীয় এবং তা সর্বদা ও সর্বত্রই অবশ্য পালনীয়। কেউ তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। দশ আজ্ঞা ঈশ্বর কর্তৃক মানুষের হৃদয়ে লিখিত হয়ে আছে।

২০৭৩ ক্ষুদ্র বিষয়ে দায়-দায়িত্ব আজ্ঞাগুলোর প্রতি বাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গালিগালাজ পঞ্চম আজ্ঞায় নিষিদ্ধ, কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অথবা অপরাধীর উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে তার অপরাধের গুরুত্ব।

"আমার বাইরে... তোমরা কিছুই করতে পার না"

২০৭৪ যীশু বলেন: "আমি হলাম আঙ্গুরলতা, তোমরা হলে শাখা: যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়, কেননা আমার বাইরে তোমরা কিছুই করতে পার না।" ফল বলতে এই বাক্যে বুঝানো হচ্ছে পবিত্র জীবন, যার উৎস খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলন। আমরা যখন খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, তাঁর রহস্যে অংশগ্রহণ করি এবং তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করি, তখন মুক্তিদাতা আমাদের মধ্যে তাঁর পিতাকে ও তাঁর ভাইবোনদের ভালবাসতে এগিয়ে আসেন। তাঁর আত্মার দ্বারা তিনিই হয়ে ওঠেন আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের জীবনময় ও অভ্যন্তরীণ বিধান। "আমার আজ্ঞা এই: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।"

সারসংক্ষেপ

২০৭৫ 'অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন মঙ্গলময় কাজ করতে হবে?'- 'তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর' *(মথি ১৯:১৬-১৭)*।

ভুল সংশোধন

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গত ৩৯তম সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠা **গ্রাম বাংলার খবর** তৃতীয় নং শিরোনামে *'সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান'* পরিবর্তে *'বনপাড়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় যুব ক্রুশের বরণ উৎসব'* পড়তে হবে। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

-সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

সামসঙ্গীত
মাণ্ডলিক উপাসনায় এর ব্যবহার ও অর্থ

ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি

খ্রিস্ট-জন্মের বহু পূর্বে রচিত পুরাতন নিয়মের যে সকল পুস্তক বা সংকলন যা খ্রিস্টমণ্ডলীতে সর্বাপেক্ষা বেশি সমাদৃত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার মধ্যে সামসঙ্গীত অন্যতম। খ্রিস্টমণ্ডলীর সমবেত প্রার্থনায় যেমন, তেমনি ব্যক্তিগত প্রার্থনা-ধ্যানেও সামসঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাজ যখন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল এবং তার নিজস্ব উপাসনা-রীতি তৈরি করছিল তখন ইহুদী প্রার্থনা ও উপাসনা-রীতি থেকে বেড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন সব কিছু তৈরি হয়নি। খ্রিস্টের কথা অনুসারে "পুরাতন কোন কিছুই বাতিল করা হয়নি, তা পূর্ণ করা হয়েছে"। ইহুদী প্রাহরিক প্রার্থনা ও উপাসনায় সামসঙ্গীতের ব্যবহার হয়ে আসছিল খ্রিস্ট-জন্মের বহু আগে থেকেই। কিন্তু আদিমণ্ডলী খ্রিস্টের শিক্ষা ও পুনরুত্থানের ঘটনার আলোকে নতুন অর্থ নিয়েই প্রার্থনা ও উপাসনায় সামসঙ্গীত ব্যবহার করতে শুরু করে। কারণ সামসঙ্গীতে খ্রিস্টের সম্বন্ধে যা কিছু লেখা রয়েছে তা যিশুখ্রিস্টের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। সামসঙ্গীতে তাই 'প্রতীকী' ভাষায় যা-কিছু লেখা রয়েছে তা খ্রিস্টের কাজ, শিক্ষা ও পাস্কা-রহস্যের আলোকেই নতুন অর্থ নিয়ে আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ প্রার্থনা ও উপাসনায় ব্যবহার করতে থাকেন। আমরাও যদি সামসঙ্গীতের 'প্রতীকী' ভাষা ও তার মধ্যে নিহিত খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে মুক্তির প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা লাভের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা না করি, তাহলে সামসঙ্গীতের অর্থ বা তার আধ্যাত্মিক মূল্য বুঝতে পারবো না। আদি মণ্ডলীতে এবং সর্বযুগে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সামসঙ্গীত প্রার্থনা ও উপাসনায় ব্যবহারের অন্যতম কারণ হলো এগুলো ছিল মনোনীত জাতির প্রার্থনা এবং মুক্তিদাতা স্বয়ং যিশুখ্রিস্টেরও প্রার্থনা। খ্রিস্ট প্রভু নিজেই নিয়মিতভাবে বিশ্রামবারে সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিয়ে সাম প্রার্থনা করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রার্থনায়ও যে সামসঙ্গীত ছিল তার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো ক্রুশে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁর আর্ত চিৎকার "ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ" – এই উক্তিটি আমরা খুঁজে পাই ২২ নম্বর সামের ১ ও ২ পদে। আবার চূড়ান্ত মুহূর্তে "পিতা, তোমার হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম"– খ্রিস্টের এই উক্তিটিও ৩১ নম্বর সামের ৫ পদে খুঁজে পাই।

রচনাশৈলী: রচনাশৈলী বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামসঙ্গীত হল কাব্যিক রচনা। অপর দিকে এটি হল গীতিময় রচনা। মূলত সামসঙ্গীত ইহুদী উপাসনার সঙ্গীতরূপেই রচনা করা হয়েছে এবং তা গান করা হতো। এর জন্য সঙ্গীতদলও গড়ে উঠেছিল। তাই সামসঙ্গীত শুধুমাত্র সঙ্গীত সংকলন নয়, বরং তা ভক্তি বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতরূপেই রচিত। সামসঙ্গীত যেহেতু ভক্তিমূলক গীতিকাব্য বা সঙ্গীত, তাই এর ভাষা দার্শনিক জটিল বা দুর্বোদ্ধ ভাষা নয়, বরং ভক্তিময় বলে সহজ বোধ্য ও হৃদয়স্পর্শী। ভক্তের অন্তরের ঈশ্বর-বন্দনা, কৃতজ্ঞতা, অনুতাপ ও ক্ষমা যাচ্না এবং আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি যেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের ভাষা হয়ে ওঠে, আমরা সামসঙ্গীত আবৃত্তি করতে করতে অনুভব করি এ যেন আমাদের নিজেদের প্রাণের কথা।

মূলসুর ও শ্রেণীবিভাগ: সমগ্র সামসঙ্গীতের সংকলনকে মূলসুরের বিচেনায় কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে প্রধান হলো–

১. ঈশ্বর-বন্দনা বা ঈশ্বর-প্রশস্তি : ঈশ্বরভক্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈশ্বরের মহত্ব, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদির জন্য তাঁর প্রশংসা ও বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে।

২. কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন: ঈশ্বরের নানাবিধ দান, আশীর্বাদ ও দয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয় অনেকগুলো সামসঙ্গীতে।

৩. অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা: নিজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অপরাধের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা যাচ্না করে রচিত হয়েছে বেশ কিছু সাম।

৪. অনুনয় যাচ্না: ঈশ্বরভক্ত মানুষ আরোগ্য কামনায়, বিপদ থেকে মুক্তি কামনায় ও নানাবিধ প্রয়োজনে অনুনয় যাচ্না তুলে ধরে সামসঙ্গীতের মাধ্যমে।

৫. মুক্তির ইতিহাস স্মরণ: ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণের প্রতি যে সকল দয়ার কাজ করেছেন, বিপদ থেকে উদ্ধার ও রক্ষা করেছেন তার কাহিনী বর্ণনা করে অনেকগুলো সাম। এর মধ্যে ইস্রায়েল জাতির কেন্দ্রীয় ঘটনা– মিশরের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর যে তাদের মুক্ত করেছেন তা স্মরণ করা হয়েছে কয়েকটি সামসঙ্গীতে।

৬. উপদেশমূলক সাম: কয়েকটি সামের মধ্যে আবার ভক্তজনগণ ও পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য উপদেশ বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর সাথে প্রজ্ঞা পুস্তক, প্রবচন গ্রন্থ ও হিতোপদেশ গ্রন্থের কিছু মিল রয়েছে।

৭. প্রাবক্তিক বাণী: প্রায় সব সামসঙ্গীতগুলোই কোন না কোন ভাবে প্রাবক্তিক, কারণ এর মধ্যে মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের মধ্যে ঈশ্বরের পরিত্রাণকার্যের বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্গারোহণের পূর্বে যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "মোশীর বিধান-গ্রন্থে, প্রবক্তাদের বাণী-গ্রন্থে ও সামসঙ্গীতে আমার সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা রয়েছে, তা সত্য হবেই হবে" *(লুক ২৪:৪৪)*। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় সামসঙ্গীতেও মুক্তিদাতা সম্পর্কে প্রাবক্তিক বাণী রয়েছে। তাছাড়া ঈশ্বর যে তাঁর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণে সদা বিশ্বস্ত, একদিন তিনি ধার্মিক ও অধার্মিক মানুষের ন্যায় বিচার করবেন–এই সমস্ত প্রাবক্তিক বাণীও সামসঙ্গীতে রয়েছে।

রচয়িতা: সঠিকভাবে বলা যায় না সামসঙ্গীত গুলোর রচয়িতা কে বা কারা। প্রতিটি সামের রচয়িতা বলে যাদের নাম উল্লেখ আছে তাঁরাই যে সেগুলো রচনা করেছেন তা নাও হতে পারে। প্রাচীনকালে এরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, প্রকৃত রচনাকারী নিজের নাম ব্যবহার না করে বিশিষ্ট্য কোন ব্যক্তি, বিশেষ করে পৃষ্ঠপোষণকারীর নামে কাব্য বা গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনেক শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী এ বিষয়ে একমত যে, ইহুদী জাতির উপাসনা ও প্রার্থনায় ব্যবহৃত সঙ্গীতের একত্রে সংগৃহীত সংকলনই সামসঙ্গীত নামে পরিচিত। পবিত্র বাইবেলে যদিওবা একটি সংকলন বা "গ্রন্থ" রূপে সাজানো রয়েছে, মূলত এগুলো বিভিন্ন সময়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে রচিত হয়। হিব্রু ভাষায় এই সংকলনের নাম "সেফের তেহিল্লিম" বা "প্রশস্তি গ্রন্থ"। আমাদের "গীতাবলী" যেমন বহু বছরের সংগৃহীত উপাসনা সঙ্গীতের সংকলন, সামসঙ্গীতও যেন অনেকটা তা-ই। সামসঙ্গীতের দুইটি সংকলন রয়েছে– একটি হিব্রু যা "সেফের তেহিল্লিম" নামেই পরিচিত, অপর দিকে এর অপর সংকলনটি গ্রীক ভাষায় রচিত বা অনুদিত যার নাম "প্সাল্ময়" বা *Psalm* যার উচ্চারণ "সাম"। হিব্রু এবং গ্রীক সংকলনের সংখ্যা-বিন্ন্যাসও কিছুটা ভিন্ন। শাস্ত্র পণ্ডিতগণ ধারণা করেন যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই সামসঙ্গীতের সংকলন কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের মতানুসারে সব থেকে পুরাতন সামের রচয়িতা হলেন প্রবক্তা মোশী *(যাত্রা ১৫:১-১৮)*। এটি বাইবেলে "মোশীর গীত" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঠিক

এর পরেই খুব সংক্ষিপ্ত একটি অংশ রয়েছে যেটি [আরোনের বোন] "মিরিয়ামের গীত" নামে অভিহিত *(যাত্রা ১৫:২১)*। এই সামটি রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। রাজা সলোমন প্রভুর মন্দির নির্মাণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন মন্দিরে গীত (*sung* অর্থে) সামগুলো ঐ সময়কার। আবার অন্যরা মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ১০১০ থেকে ৯৩০ অব্দের মধ্যে সামগুলো রচনা করা হয়েছে।

একশত পঞ্চাশটি সাম সঙ্গীতের মধ্যে ৭৩টি রাজা দাউদের রচনা বলে উল্লেখ রয়েছে। তিনি নিজে গায়ক ছিলেন এবং সঙ্গীতের বিষয়ে তিনি গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজে "বীণা" বা *Harp* – অর্থাৎ তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের সংস্কার করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সঙ্গীতদল গড়ে তুলেছিলেন যাদের প্রধান কাজ ছিল রাজ দরবারে এবং মন্দিরে উপাসনার সময় সামসঙ্গীত গান করা। এছাড়া লেবী বংশীয় মন্দির সেবকদের মধ্যে অসফ-এর সঙ্গীত রূপে ১২টি সামের উল্লেখ আছে এবং *কোরাঃ* বংশের গায়কদলের নামে রয়েছে ১১টি সামের সংকলন। রাজা দাউদ যেহেতু একজন সঙ্গীতজ্ঞ মানুষ ছিলেন তাই যে সকল সামের রচয়িতা রূপে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় তা সঠিক বলে ধরে নেয়া যায়।

অন্যান্য রচনা: সামসংহিতা বা সামসংগীতের অন্তর্ভূক্ত রচনাগুলো ছাড়াও পুরাতন নিয়মে আরো কিছু রচনা আছে যা সামসঙ্গীতের সমতুল্য এবং একই বৈশিষ্ট্যের। যেমন প্রাহরিক প্রার্থনায় ব্যবহৃত দানিয়েলের ঈশ্বর-প্রশস্তি: দানিয়েল *৩:৫৭-৮৮, ৫৬* (দ্র. ১ম সপ্তাহ, রবিবার প্রভাত-বন্দনা), দানিয়েল *৩:৫২-৫৭* (দ্র. ২য় সপ্তাহ রবিবার, প্রভাত-বন্দনা), সামুয়েলের ঈশ্বর-প্রশস্তি : ১সামুয়েল *২:১-১০* (দ্র. ২য় সপ্তাহ, বুধবার প্রভাত-বন্দনা), প্রবক্তা হাবাকুকের ঈশ্বর-প্রশংসা : হবাকুক *৩:২-৪; ১৩, ১৫-১৯* (দ্র. ২য় সপ্তাহ, শুক্রবার, প্রভাত-বন্দনা) – ইত্যাদি।

নতুন নিয়মে "গীতিকা" আখ্যায়িত অংশ গুলো হল : জাখারিয়ের গীতিকা *(লুক ১:৬৪-৭৯)*, কুমারী মারীয়ার গীতিকা *(লুক ১:৪৬-৫৫)*, সিমিয়োনের গীতিকা *(লুক ২:২৯-৩২)*। এগুলো মূলত "সাম" রূপেই রচিত। এছাড়া সাধু পলের পত্রের কিছু অংশও আদি মণ্ডলীর খ্রিস্ট-কেন্দ্রিক উপাসনা সঙ্গীত, যেমন ফিলিপ্পীয় ২:৬-১১। এগুলোকে *Christological Hymn* বলা হয়ে থাকে।

প্রতীকী ভাষা: বর্তমান সময়কার খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ সামসঙ্গীত প্রার্থনা করতে গিয়ে অনেক জায়গায় যেন হোঁচট খান। কারণ সামসঙ্গীতের কোথাও কোথাও এমন উক্তি বা অনুনয় আছে যা শ্রুতিকটু ও অ-খ্রিস্টীয় বলে মনে হতে পারে। যে সময়ে ও যে কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিবেশে সামগুলো লেখা হয়েছে তা ভাল করে না বুঝলে সামগুলোতে উল্লেখিত উক্তি অর্থহীন ও নেতিবাচক বলেই মনে হবে। এরূপ উক্তি বা শব্দের মধ্যে কিছু সাংকেতিক অর্থও নিহিত রয়েছে, যা আমাদের জানা থাকলে সামগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবো।

ইস্রায়েল জাতির জীবনে ঐতিহাসিক কয়েকটি ঘটনা রয়েছে যা পুরাতন নিয়মের মানুষদের জাতীয় পরিচয় ও জীবনের সাথে নীবিড়ভাবে জড়িত। এগুলো হলো : মিশরে দাসত্ব, দাসত্ব থেকে মুক্তি, প্রতিশ্রুতদেশে যাত্রা ও যাত্রাকালে ঈশ্বরের যত্নশীলতার পরিচয় লাভ, ভিনদেশীদের পরাজিত করে 'প্রতিশ্রুত দেশ' লাভ করা, ঈশ্বরের সাথে মহাসন্ধি ও 'দশ আজ্ঞা' বা বিধান লাভ, ঈশ্বরের ও তাঁর সন্ধির প্রতি অবিশ্বস্ততা ও তার শাস্তি (নির্বাসন), ইত্যাদি। পুরাতন নিয়মে বর্ণিত মুক্তির ইতিহাসের এই সব ঘটনার আলোকেই সামগুলোর অর্থ দেখতে হবে।

অপর দিকে তখনকার মানুষের পৃথিবী ও ভূগোল, সৌরমণ্ডল ও তার পরিক্রমা, দিন-মাস-বছর গণনা ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাদের যে সীমিত ধারণা ছিল তার প্রতি খেয়াল না রেখে আমাদের বর্তমান সময়কার ধারণা অনুযায়ী সামগুলো বিচার করলে অনেক কিছুই অর্থহীন ও ভ্রান্ত বলে মনে হবে। তাই তখনকার মানুষের সীমিত ধারণা, সৃষ্টি, প্রকৃতি, সৌর ও চন্দ্রকলা ও তার সাথে মিল রেখে যে সৌর (অ্যাসিরীয়) এবং চান্দ্র (মিশরীয়) ক্যালেন্ডার তারা ব্যবহার করত, সেকথা মনে রেখেই সামগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। আকাশকে মাথার উপর বহু উচ্চে একটি আবরণ বলেই তাদের ধারণা ছিল, তাই আকাশকে 'বিতান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ধারণা মতে মেঘ সেই বিতানের উপরে অবস্থান করতো আর ঈশ্বরের নির্দেশে তা বৃষ্টিরূপে বিতানের উপর থেকে নেমে আসত। আবার সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করে বলেই তাদের ধারণা ছিল *(সাম ১৯:৪-৫ দ্র:)*।

ভাষাগত দিক থেকে হিব্রু ভাষার শব্দভাণ্ডার সীমিত। এই ভাষায় সমার্থক শব্দ, বা একই শব্দের অনেক অর্থ, কিংবা একটি শব্দ দ্বারা অনেক কিছু বোঝায় এরূপ *(inclusive)* শব্দ না থাকার বিষয়টিও মনে রাখা প্রয়োজন। দানিয়েলের গীতিকায় যেমন বাতাস, ঝড়, ঝঞ্ঝা, আগুন ও উত্তাপ, তুষার ও বরফ, দিন ও রাত্রি – এসব আলাদাভাবে উল্লেখ করাতে আমাদের কাছে পুনরুক্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু হিব্রু ভাষায় একটি শব্দ দিয়ে অনেক কিছু বোঝানোর মতো শব্দ না থাকায় এভাবে সমার্থক শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

যেসব শব্দ সাংকেতিক বা প্রতীকী অর্থবহন করে তার মধ্যে উল্লেখ করা যায় :

১. শত্রু : যিশু বলেছেন, "তোমার শত্রুকেও ভালবাসবে" কিংবা একই পিতার সন্তান বলে "তোমরা পরস্পরের ভাই"। কিন্তু সামসঙ্গীতে শত্রু ও তাদের ধ্বংস কামনা করে উক্তি রয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে এই শত্রু (বাইরের) অপর কোন ব্যক্তি বা মানুষ নয়। এই শত্রু হলো জগতে বিরাজমান সকল প্রকার মন্দতা, পাপ ইত্যাদি এবং মানুষের নিজের মধ্যকার মন্দতা, লোভ-লালসা ও ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত পাপময়তা। সামসঙ্গীতে কোন ব্যক্তিকে শত্রু মনে করে তার বিনাশ কামনা করা হয়নি, কিন্তু মানুষের পাপময়তা, পাপাসক্তি, ইন্দ্রিয়গত পাপ ও তার প্রলোভন ইত্যাদি ধ্বংস ও পরাজিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে কোন ব্যক্তি বা মানুষের অমঙ্গল বা বিনাশ কামনা করা হয় না, মানুষের চিরশত্রু পাপ বা মন্দতার বিনাশ কামনা করা হয়, যা খ্রিস্ট তাঁর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করেছেন।

ঈশ্বরের মনোনীত জাতির জন্য সব চেয়ে বড় শত্রু ছিল "পৌত্তলিকতা"। তাদের চার পাশের সকল রাজ্য ও জাতিগুলোর মধ্যে নানা দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও তাদের দৃশ্যমান মূর্তিগুলোর পূজা খুব সহজেই ইহুদীদের আকৃষ্ট করেছে। অপর দিকে অদৃশ্য ও নিরাকার একজন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ইহুদীদের জন্য ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সামসঙ্গীতে যেসব যায়গায় "শত্রু" ও তার বিনাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মনে রাখতে হবে এই শত্রু হল পৌত্তলিকতা। আজকের দিনেও নিজের "আমিত্ব" *(Ego)*, ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, উচ্চ পদ এইসব যেন অনেকের জন্য উপাস্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য করে তোলাই পৌত্তলিকতা, আর এ অর্থে বর্তমান সময়ের মানুষ নিজেদেরকে "একেশ্বরবাদী" বলে দাবী করলেও অনেকেই পৌত্তলিকতার দ্বারা প্রভাবিত।

২. যুদ্ধ : ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে বহু যুদ্ধের ঘটনা আছে। সামসঙ্গীতের কোথাও কোথাও সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই 'যুদ্ধ' বলতে এ জগতে বিদ্যমান ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ঈশ্বরভীরু ও ধর্মহীন মানুষ, এরূপ বিপরীত বাস্তবতার মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব এবং মানুষকে অনবরত ঈশ্বর ও তাঁর ধার্মিকতার পথে চলতে গিয়ে ঈশ্বর-বিরোধী ও পাপময় বাস্তবতার মোকাবিলা করতে হয় – এই দুইয়ের মধ্যকার সংগ্রামকেই বোঝানো হয়েছে 'যুদ্ধ' শব্দটি দ্বারা।

৩. বিজয় ও রাজ্য জয় : সামসঙ্গীতে উল্লেখিত 'বিজয়' নিছক রাজনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার কথা বলা হয়নি। শয়তান, পাপের প্রলোভন, মন্দতার সাথে সংগ্রামে বিজয়ের কথাই বলা হয়েছে। একই ভাবে 'রাজ্য' বলতে রাজনৈতিক বা ভৌগলিক কোন রাজ্যের কথাও বলা হয়নি, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মুক্তি এবং পরিশেষে শাশ্বত জীবন লাভের কথাই বলা হয়েছে, যে-প্রতিশ্রুতি যিশু খ্রিস্টের দ্বারা আমরা নিশ্চিতভাবে লাভ করেছি।

৪. অস্ত্র : যিশু বলেছেন, "যে অস্ত্র ধরে, অস্ত্র দ্বারাই তার বিনাশ ঘটে" *(মথি ২৬:৫২)*। সামসঙ্গীতে যে অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে তা হল সমস্ত অধর্মের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ঈশ্বরের বিধান পালনে বিশ্বস্ততা–ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অস্ত্র যার দ্বারা আমরা নিজের মধ্যকার যত লোভ, অহংকার, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি এবং চারপাশের পরিবেশে যে সকল প্রলোভন ও মন্দতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয় লাভ করতে পারি।

৫. পর্বত, শৈল বা শৈলাশ্রয় : পর্বত যেমন সুদৃঢ় ও অনড় তেমনি ঈশ্বর হলেন চিরন্তন, পরাক্রমশালী, যাকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর বিধানও তেমনি চিরস্থায়ী। এই জগতের সব কিছু ক্ষণস্থায়ী, কোন কিছুর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু পর্বত বা শৈল (পাথর)-এর মতো অনড় হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও নিরাপত্তা। তিনি চিরস্থায়ী, চিরন্তন এবং সদাবিশ্বস্ত। তিনি 'প্রতারণার অতীত' অর্থাৎ তিনি প্রতারণা করেন না, এবং তাঁকে প্রতারণা করা যায় না।

৬. জেরুসালেম : জাগতিক ও ভৌগলিকভাবে জেরুসালেম ভূমধ্য সাগরের পূর্ব-উপকূল অঞ্চলের অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের একটি শহরের নাম হল 'জেরুসালেম'। কিন্তু মুক্তির ইতিহাসে ও মনোনীত জাতির কাছে জেরুসালেম হলো এ জগতে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রকাশ। তাই জেরুসালেম হলো "ঈশ্বরের নগরী"। সাধু যোহন তাঁর "প্রত্যাদেশ" গ্রন্থে জেরুসালেম শহরটিকে ভৌগলিক বা জাগতিক অর্থে নয়, কিন্তু এক নতুন ও আধ্যাত্মিক অর্থে "নব জেরুসালেম" এবং "শাশ্বত জেরুসালেম" অর্থাৎ স্বর্গলোকরূপে উল্লেখ করেছেন *(প্রত্যাদেশ ২১:১-৪, ৯-১৪)*।

সাধারণ অর্থে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় আমরা কোন কোন স্থানে গভীরভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করি, যেমন কোন তীর্থস্থান – আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক ভাবে এই স্থানগুলো হল সেই পবিত্র নগরী জেরুসালেম।

'মুক্তি' সম্বন্ধে ধারণা

সামসঙ্গীতগুলো যে যুগে রচনা করা হয়েছে তখনও পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মুক্তি সম্বন্ধে সঠিক বা পরিপূর্ণ ধারণা ছিল না। খ্রিস্টের আগমনের পরবর্তী যুগের মানুষ আমরা স্বয়ং খ্রিস্টের কাছ থেকেই জানতে পেরেছি যে তিনি এসেছেন সকল মানুষের মুক্তির জন্য। কিন্তু সামসঙ্গীত রচনার যুগে তাদের ধারণা ছিল ঈশ্বর শুধুমাত্র "মনোনীত জাতি"-র জন্যই মুক্তির প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। তাই বেশ কিছু সামসঙ্গীতে এরূপ ধারণা প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বর মনোনীত জাতি বা ইস্রায়েলের প্রতি দয়া দেখাবেন আর অন্য সকল "বিধর্মী" মানুষের বিনাশ ঘটাবেন। আমরা যেন এরূপ ধারণার জন্য সাম রচয়িতাদের সংকীর্ণ বলে মনে না করি, আবার সামসঙ্গীতে এরূপ ধারণা রয়েছে বলে তার দ্বারা প্রভাবিত হয় নিজেরা মুক্তি সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা না করি। প্রভু যিশু তাই বলেছেন, "ধন্য তোমাদের কান, কারণ তা শুনতে পায়! আমি তোমাদের সত্যি বলছি তোমরা এখন যা শুনছ, অনেক প্রবক্তা, অনেক ধার্মিক লোক তা শুনবার জন্য ব্যকুল হয়েছিলেন, কিন্তু শুনতে পাননি" *(মথি ১৩:১৭)*।

উপাসনায় সামসঙ্গীতের ব্যবহার

ক) প্রাহরিক উপাসনা : পুরাতন নিয়মে লক্ষ্য করা যায় যে, ইহুদিদের উপাসনার একটি বড় অংশ হল প্রাহরিক উপাসনা। যিশুর সমসাময়িক কালেও তাই ছিল এবং যিশু নিজেও সামসঙ্গীত সহযোগে এরূপ প্রার্থনা করেছেন। যিশুর মা ধন্যা কুমারী মারীয়া, জাখারিয়া, এলিজাবেথ, সিমিয়োন – তাঁরা সবাই সামসঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাহরিক উপাসনা করেছেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত 'ঈশ্বর বন্দনা' গুলোতে। সমবেতভাবে প্রাহরিক উপাসনায় তো বটেই, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুশীলন, পরিচর্যা এবং পুষ্টি লাভের জন্যও 'প্রাহরিক উপাসনার সাধারণ নির্দেশিকা'-র শুরুতে পোপ ষষ্ঠ পল তাঁর পালকীয় পত্রে বলেছেন :

"Mental prayer must find its constant nourishment in the readings, in the psalms, and in the other parts of the Liturgy of the Hours. The very recitation of the Office must be adapted as much as possible to the necessities of ardent personal prayer" (Pope Paul VI, The Apostolic Constitution, *Laudis Canticum, in General Instruction on Liturgy of the Hours,* November 1, 1970, p. 13).

খ) আদি মণ্ডলীর উপাসনা : আদি মণ্ডলীর খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ প্রেরিতশিষ্যদের কাছ থেকে প্রার্থনা করতে শিখেছেন এবং ইহুদিদের উপাসনা-রীতি থেকে ভিন্ন ভাবে প্রাহরিক উপাসনা ও অন্যান্য উপাসনা অনুষ্ঠানে সামসঙ্গীতের ব্যবহার বজায় রেখেছেন। "দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিত ভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান করত; ... নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা" *(শিষ্যচরিত ২:৪৬)*। এখানে আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের 'নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া' এবং 'নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা' করার প্রকৃত অর্থই হল তারা প্রাহরিক উপাসনায় যোগদান করতেন। সাধু পল আরো স্পষ্টভাবে কলসীয় মণ্ডলীর ভক্তদের উদ্দেশে নির্দেশ দেন: "পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সামসঙ্গীত, বন্দনা-গীতিকা এবং ভাব-উদ্দীপ্ত গান মনপ্রাণ দিয়ে গেয়ে ওঠ" *(কলসীয় ৩: ১৬খ)*। এখানে সাধু পল সুস্পষ্টভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রার্থনার একটি প্রধান 'অঙ্গ' *(componenet)* রূপে সামসঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন।

গ) খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্যান্য উপাসনিক অনুষ্ঠানে সামসঙ্গীত : খ্রিস্টীয় উপাসনা-অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল খ্রিস্টযজ্ঞানুষ্ঠানের। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আর্মেনীয় মণ্ডলীতে সর্বপ্রথম 'বাণীবিতান' বা Lectionary প্রস্তুত করা হয়, যেন সম্পূর্ণ বাইবেল থেকে পাঠাংশ বেছে নিয়ে প্রতিদিনের এবং প্রতি রবিবারের খ্রিস্টজ্ঞানুষ্ঠানের 'বাণী ঘোষণা' অনুষ্ঠানে পবিত্র শাস্ত্র পাঠের সাথে 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' রূপে সামসঙ্গীত থাকে। বহু শতাব্দী পর দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পর রোমীয় যজ্ঞরীতি সংস্কার করার পর, একই সাথে 'রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা' রচিত হয় (১৯৬৯)। এতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"After the first reading comes the responsorial Psalm, which is an integral part of the Liturgy of the Word and holds great liturgical and pastoral importance, because it fosters meditation on the word of God" (*General Instruction of the Roman Missal,* no. 61).

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার নির্দেশক্রমে রোমীয় উপাসনার সকল রীতিগুলো সংস্কার করা হয় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ সকল সংস্কারকৃত উপাসনা রীতিগুলোতে, বিশেষ করে সাক্রামেন্টগুলোর অনুষ্ঠানে সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল প্রতিটি অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ এবং তার সাথে সামসঙ্গীত রাখা হয়েছে। একান্ত জরুরী কারণ ব্যতীত বাণী পাঠ এবং সামসঙ্গীত বাদ দেওয়ার কোন যুক্তি বা কারণ নেই; কেননা বাণী পাঠ ও সামসঙ্গীত প্রার্থনা প্রতিটি উপাসনা অনুষ্ঠানের 'অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' স্বরূপ।

জয় জয় ভগবান!
ভগবানের গুণগান গাওয়া কত শুভ কাজ;
কত না তৃপ্তিকর, কত সমীচীন আমাদের
ঈশ্বরের বন্দনা করা!

(সাম ১৪৭:১)

গ্রন্থপঞ্জী

১. জুবিলী বাইবেল, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০০ খ্রিস্টবর্ষ

2. Fr. Pedro Farnes, Praying *The Psalms,* Claretian Publication, 1994

3. Rev. William A. Jurgens (Translation and Commentary), *General Instruction on the Liturgy of the Hours,* Liturgical Press, Collegeville, 1975

4. Paul F. Bradshaw, *The Search for the Origin of Christian Worship,* Oxford University Press, 2002

5. Dominic F. Scotto, TOR, *The Liturgy of the Hours,* St. Bede's Publication, Massachusets, 1987

6. Pope Paul VI, *Laudis Canticum,* 1970, (English Translation) Liturgical Press, Minnesota, 1975)

আমরা যিশুর মতো মরি; যিশুর মতো পুনরুত্থিত হই

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

যিশুখ্রিস্ট এ জগতে ক্ষণজন্মা হয়ে এসেছিলেন, ঈশ্বর নির্ধারিত এক বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে মানবজগতে তাঁর আগমন ছিল, ইতিহাসের এক অনন্য ঐশ্বরিক কেবল এক ধর্মগুরু বা প্রবক্তা হিসেবে নয়। ঈশ্বরের প্রেম, দয়া ও পরিত্রাণের প্রতীক হয়েই এই জগতে তাঁর আগমন হয়েছিল। মানুষের কাছে দেয়া ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্যই, তিনি মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি অনুতপ্ত পাপীর পাপ মোচন করেছেন। মৃতকে জীবিত করেছেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টি দিয়েছেন। খঞ্জ এবং রোগগ্রস্তকে সুস্থ করেছেন। সে সময় যারা যিশুর কাছে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে এসেছে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। তারা সকলেই তাদের বিশ্বাসের ফল পেয়েছে। কিন্তু তাঁর এই আশ্চর্য কাজগুলো, মানুষের জন্য শুধুই অলৌকিক প্রদর্শনী ছিল না। এসব ছিল জগতের মানুষ সকলের কাছে, ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তব প্রকাশ। এই অলৌকিক ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মানুষকে তিনি দেখিয়েছিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি তাদের মধ্যে কার্যকর হয়, তবে তার মানব-সত্তার কাছে মৃত্যু হার মানে। তখন মানুষের, জাগতিক অন্ধকার বিমোচন হয়। মানুষের আত্মা ঐশ্বরিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

মানুষের সামনে বাস্তবে, যিশুখ্রিস্টের এই অলৌকিক কাজ, শিক্ষা প্রদান ছিল সেই যুগের জন্য নির্ধারিত এক পবিত্র পর্ব। পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে, তিনি আর সেই শারীরিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়ে, মৃতকে জীবিত করবেন না। শুধু মুখের কথায় বা রোগীর গায়ে হাত রেখে, আরোগ্য দান করবেন না। তাঁর প্রথম আগমনের পর, সেই তিনি তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেছেন, এবং তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এমন এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসা দিয়েছেন। যা শুধু দেহগত ভাবে নয়, মানুষের আত্মাকেও পাপমুক্ত করে জাগিয়ে তোলে। খ্রিস্টভক্তরা সকলে যিশুখ্রিস্টকে পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং তাঁর উপর আস্থা রেখে প্রার্থনা করলে, তারা নিশ্চিত প্রার্থনার ফল লাভ করে।

তো যিশুখ্রিস্ট এখন আগের মত শারীরিকভাবে সকলের সামনের উপস্থিত হয়ে, মৃত মানুষকে জীবিত করেন না। এবং জন্মান্ধ, খঞ্জ, রোগগ্রস্ত মানুষকে চলার শক্তি দেবেন, তাদেরকে পূর্ণ সুস্থ করে তুলবেন তাঁর সেই সময় ও সুযোগ এখন নেই। তিনি তো মানুষ রূপে, একটি বিশেষ ও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এ জগতে এসেছিলেন। তাঁর কাজ ও উপদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে, তিনি ঈশ্বরকে তথা পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মাকে প্রকাশ করেছেন। স্বর্গের অনন্তজীবনের কথা, নরকের শাস্তির কথা, তিনি মানুষকে জানিয়েছেন এবং স্বর্গে কীভাবে যাওয়া যাবে তাও খুলে বলেছেন।

কোন মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠেছে, এমন কথা আমাদের জানা নেই। তবে মানুষ আশ্চর্যজনকভাবে, 'বেঁচে' উঠেছে! অর্থাৎ 'মৃত' বলে ঘোষিত মানুষ জীবিত হয়ে উঠেছে এমন নজির আছে। এটা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ভুলের কারণে। আবার হয়েছে, আশ্চর্যজনকভাবে। তবে সবকিছুতে যে, স্রষ্টা ঈশ্বরের হাত আছে তা মানতেই হয়। আমরা বলি, 'ঈশ্বরের ইশারা ছাড়া, গাছের একটা পাতাও মাটিতে পড়ে না।' এই সৃষ্টিকুলের সব কিছুর নিয়ন্ত্রক স্বয়ং ঈশ্বর। এই বিশ্বজগতের স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে, ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। স্রষ্টার নিজের হাতে গড়া, সুশৃঙ্খল নিয়মসিদ্ধ সৌন্দর্যমণ্ডিত অনুভূত এবং দৃশ্যমান নান্দনিক আবাহনই হল প্রকৃতি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সাথে মানুষও প্রকৃতির অংশ। বলা যায়, প্রকৃতির সন্তান। তো প্রকৃতির সন্তান হয়েও, মানুষ তার সবদিকে ঘিরে থাকা, প্রকৃতিকে চরম অবহেলা করছে! নিজের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতার কারণে প্রকৃতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে! মানুষের তৈরি অনিয়মের কারণে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম গতি ইত্যাদির ব্যহত হচ্ছে। তাতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় যেমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, তেমনি তার ফলে মানুষের জীবন হয়ে পড়ছে বিপর্যস্ত। মূলতঃ মানুষের দুঃখ দুর্দশার জন্য, মানুষ নিজেই দায়ী। আরো একটি কথা, "স্রষ্টা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন।"

এই স্বাধীনতাই মানুষকে, অন্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। মানুষ ঈশ্বরের 'রূপে' অপরূপ সৃষ্টি–তাঁর চিন্তা, অনুভূতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বহন করে। মানুষ চাইলে ঈশ্বর-নির্দেশিত পথে চলতে পারে। চাইলে সেই পথ থেকে বিচ্যুতও হতে পারে। ঈশ্বর কাউকে জোর করেন না। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্তের দায় মানুষের নিজের কাঁধেই দিয়েছেন। কিন্তু, মানুষের শেষ পরিণতি নিজের হাতেই রেখেছেন তিনি! তিনি মানুষকে, অনেক সময় ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না কখনও! মানুষের নিজ কর্মফল ঈশ্বরের কাছ থেকে পেতেই হয়। তাঁর দেয়া পুরস্কার বা শাস্তি মাথা পেতে নিতেই হয়। তার কোন বিকল্প নেই!

এটি খুবই সত্য। এই বিশ্ব চরাচরে সমস্ত সৃষ্টির মাঝে, মানুষ একক সত্তার অধিকারী। একমাত্র মানুষকেই সৃষ্টির সেরা জীব বলা হয়। মানুষের গায়ে সিংহের, চিতাবাঘের অমিত শক্তি এবং হিংস্রতা নেই। নেই পাখির মত পাখা মেলে, আকাশে উঁড়ে বেড়াবার ক্ষমতা। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের দেয়া জ্ঞান, বুদ্ধি ব্যবহার করে পাখির মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারছে। এমনকি পাখিদের চেয়েও বেশি ক্ষমতাধর হয়েছে। পাখি নিজের ওজনের বেশি ভারী কিছু তার ঠোঁটে বা পাখায় নিয়ে আকাশে উড়তে পারে না। এমন কি চাঁদে বা মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাতেও পারে না। বায়ুমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে, পাখী যেতে পারে না। নিজের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, মানুষ কিন্তু তা পারে। আবার সিংহের বা চিতার কথা বলতে গেলে, তাদের চেয়েও বেশি শক্তিধর হয়েছে মানুষ। মানুষ যখন ঈশ্বরের দেয়া জ্ঞান ও মেধাকে অহংকারে পরিণত করে, তখন সে হয়ে ওঠে ধ্বংসের মহানায়ক।

যেখানে সিংহ, চিতাবাঘ প্রাণী হত্যা করে নিজেরা বাঁচার জন্য। কিন্তু মানুষ, মানুষ হত্যা করে প্রভুত্বের জন্য। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। মানুষের হিংস্রতার কাছে সিংহ চিতাও হার মেনেছে। মানুষ পাশবিকতায়, পশুকেও হার মানিয়েছে! মানুষ একক সত্তার অধিকারী হয়েও, স্রষ্টা ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন। ঈশ্বরের মহাশক্তির কাছে, মানুষের সকল দর্প, অহংকার নিমিষেই খর্ব হয়ে যায়!

যিশুখ্রিস্টের আগে বা পরে, অন্য কোন মানুষ বা ঈশ্বরপ্রেরিত প্রবক্তা মৃত্যুর পর, কবর থেকে উঠে এসেছেন এমন নজির নেই কোথাও। বাইবেলে যিশুখ্রিস্ট নিজের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজে কিছুই করি না। আমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করি না। যা কিছু করি, সবই আমার পিতার ইচ্ছায়।' *(যোহন ৫: ৩০ পদ)*।

যিশুখ্রিস্ট মানুষের জন্য, কেবল অলৌকিক চিকিৎসক এবং জীবন-দাতা নন। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের দিক-নির্দেশকও। এই জগতের সকল মানুষের কাছে, স্বর্গীয় অনন্ত-রাজ্যের সুখবর পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। তিনি স্বর্গ-রাজ্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন।

উদ্বোধন করেছেন, মানুষের জন্য ঐশ্বশান্তির চির আবাসের! এ জগতে তাঁর কাজ শেষে তিনি, মানুষের হাতে অপমানিত, নির্যাতিত এবং ক্রুশের উপর নত হয়েছেন। সাধারণ মানুষের মতই সমাধিস্থ হয়েছেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে, মৃত্যুর তৃতীয় দিনে সগৌরবে পুনরুত্থান করেছেন। এটি একটি অসাধারণ এবং অভূতপূর্ব ঘটনা! যিশুখ্রিস্ট যেমন মৃত মানুষকে জীবন দিয়েছেন, তেমনই তিনি নিজেও কবর থেকে উত্থিত হয়েছেন। তাই তিনি জীবনের প্রতীক।

এবং তাঁর পুনরুত্থানের চল্লিশদিন পর উপস্থিত জনতার সামনেই তিনি সশরীরে, নিজ মহিমায় স্বর্গে আরোহণ করেছেন। তিনি এখন স্বর্গীয় পিতার ডান পাশে, নিজের আসনে অবস্থান করছেন। এ কথা বাইবেলে আছে। 'ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভার এবং তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া, পাপ ধৌত করিয়া, ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।' *(ইব্রীয় ১: ৩ পদ)*।

মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত। প্রতিটি মানুষকেই, তার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। যিশুখ্রিস্টও, একজন মানুষ হিসেবে মৃত্যকে বরণ করেছেন এবং ঈশ্বর পুত্র হিসেবে, মৃত্যুর গহ্বর থেকে উত্থাপিত হয়েছেন তিনি। তিনি মানুষের সামনে নিজেকে, দৃষ্টান্ত রূপে উপস্থাপন করেছেন। একই সাথে তিনি মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন, জাগতিক মৃত্যুর পর তাদের জন্য পুনরুত্থান আছে। আছে স্বর্গীয় অনন্ত জীবন। তাঁর জীবন দিয়ে মানুষের জন্য, যিশুখ্রিস্ট তাই নিশ্চিত করেছেন। এ জগতে মানুষের দৈহিক মৃত্যুর পর, পরলোকে তার জন্য অপেক্ষা করছে স্বর্গীয় অনন্ত-জীবন। তবে তা লাভ করতে হলে মানুষকে, অবশ্যই ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলতে হয়। তাকে এ জগতে মানবীয় জীবন যাপন করতে হয়। যা যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলীসহ খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলের জন্য ১ নভেম্বর হল 'নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব' এবং ২ নভেম্বর 'পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস'। এই দুইটি দিবসে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা স্বর্গীয় সাধু-সাধ্বীদের এবং প্রয়াত আপনজনদের স্মরণ করার সাথে, নিজেদের আসন্ন মৃত্যুর কথা স্মরণ করে। ২ নভেম্বর খ্রিস্টভক্তরা নিজেদের মৃত প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদের কবরে গিয়ে, তাদের সকলের স্বর্গীয় অনন্তজীবন কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। একই সাথে তারা 'আমার আত্মা কর স্মরণ, কবে হবে হে মরণ' গান গেয়ে, নিজেদের কাছে নিজেদের আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার আকুতি জানায়।

পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবসে মৃত্যুর পর; এ জগতের কর্মফলের পুরস্কার রূপে স্বর্গীয় অনন্ত-জীবন বা শাস্তিরূপে নরক-যন্ত্রণা কোনটি হবে, তাই ভাবতে খ্রিস্টভক্তরা উজ্জীবিত হয়। শুধু ২ নভেম্বর নয়, বৎসরের প্রতিটি দিনের; প্রতিটি ক্ষণে স্বর্গীয় অনন্ত-জীবনকে সামনে রেখে, মানুষকে মৃত্যুর কথা ভাবা উচিত। এ জগতে নিজেদের ধন-সম্পদ, বিলাসী-জীবন, আনন্দ-উৎসব সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে আসন্ন মরণের কথা স্মরণে রেখে; মানুষকে জাগতিক জীবন যাপন করতে হবে। মৃত্যু সে কাউকে আগাম বার্তা দিয়ে আসে না। যে কোন দিনের, যে কোন সময় মৃত্যুদূত তার হুলিয়া নিয়ে, মানুষের কাছে হাজির হয়। তার হাত থেকে কারও রেহাই নেই! বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও, মৃত্যুদূত একইভাবে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তার প্রচেষ্টার কোন কমতি নেই। বর্তমান চিকিৎসার অভূত উন্নতির যুগে মানুষ, তার আসন্ন মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারছে বটে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে তার উল্টো চিত্র। এ সময় মানুষ ভোগবাদে আচ্ছন্ন হয়ে, শুধু প্রাপ্তির আশায় হন্নে হয়ে কল্পিত সোনার হরিণের পিছনে ছুটে চলছে। তার ছুটে চলার নেই কোন বিরতি। সে মনে আত্মায় জগতের সব কিছুকে আয়ত্তে আনার; দুর্নিবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থেকে অলীক গন্তব্যের ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে।

মানুষের চাওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানে যদি থাকে বিস্তর দূরত্ব, তখন তার জীবনের বেঁচে থাকার আশা, দুরাশায় পর্যবসিত হয়। মানুষ সমস্ত চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে না পেরে, হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এই হতাশাবোধ তাকে নিয়ে যায় অবধারিত পরিণতির দিকে। কত মানুষ অসময়ে, অকালে নিজেদেরকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। তারা অবলীলায় তাদের মৃত্যুতে ডেকে নিয়ে আসছে নিজেদের কাছে। নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার কোন সমাধানে পথ খুঁজে না পেয়ে, অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে। মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াই তারা জীবনের শেষ সমাধান মনে করছে এবং পরিণতিতে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে কিন্তু মৃত্যুর পরও যে একটি জগত আছে, তার কথা চিন্তা করছে না তারা। চিন্তা করলেও 'যা হয় হোক' বলে অনিবার্য মৃত্যুর পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা রহস্যময়! মানুষের জন্য, সে এক মহা নিগূঢ় সত্য এবং তত্ত্ব! মানুষের জন্য তাঁর পরিকল্পনার, এক অনড় সত্য প্রকাশ করে। মানুষ যদি তাঁর পথে ফিরে আসে, তবে তার জন্য পরিত্রাণ সম্ভব। যিশুখ্রিস্ট তাঁর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে সেই পথ খুলে দিয়েছেন। তাঁর উপদেশে এবং শিক্ষায় পরিত্রাণ ও স্বর্গরাজ্যের নিশ্চিত অনন্ত-জীবনের প্রসঙ্গ এনেছেন। মানুষকে সচেতন করছেন। তিনি তো মানুষের পাপরাশি, নিজের কাঁধে বহন করেছেন। সীমাহীন অপমান, নির্যাতন সহ্য করে ক্রুশের উপর জীবন দিয়েছেন। বিনিময়ে মানুষের জন্য স্বর্গের দরজা উন্মুক্ত করেছেন। যে মানুষ তাঁর প্রেম ও ক্ষমাকে হৃদয়ে স্থান দেয়, তাঁর দেখানো পথে এবং শিখানো শিক্ষায় জীবন যাপন করে, তবে সে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে স্বর্গীয় আলোয় ফিরে আসে। ঈশ্বর প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় অনন্ত-জীবন লাভ করে।

তাই বলা যায়, এই জগতের মানুষ হিসেবে আমরা, যিশুর মতো কবরপ্রাপ্ত হই। আবার বিজয়ী মানুষ হিসেবে, স্বর্গের রাজা যিশুর মতো, মরণজয়ী হই! মৃত আমরা, যিশুর সাথে সগৌরবে মৃত্যুর অন্ধকার গহ্বর থেকে সগৌরবে পুনরুত্থিত হই! বাইবেলে লেখা আছে, 'আর আমরা যখন খ্রিস্টের সহিত মরিয়াছি, তখন বিশ্বাস করি তাঁহার সহিত জীবন প্রাপ্তও হইব।' *(রোমীয় ৬: ৮ পদ)*।

এ জগতে ঈশ্বর পরিকল্পিত সমস্ত কাজ সমাধান করে, যিশুখ্রিস্ট স্বর্গারোহণ করেছেন। এবং স্বর্গে ঈশ্বর-পিতার ডান পাশে অবস্থান করছেন। তিনি দ্বিতীয়বার আবার এ জগতে আসবেন। কিন্তু মানুষের মুক্তিদাতা হয়ে নয়। তিনি আসবেন মানুষের বিচারকর্তা হয়েই। যিশুখ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন কীভাবে হবে, সে সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, 'আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদের এক জন হইতে অন্য জনকে পৃথক্ করিবেন' *(মথি ২৫: ৩১-৩২ পদ)*। পবিত্র বাইবেলে এও লেখা আছে, 'পিতা কাহারও বিচার করেন না। কিন্তু সমস্ত বিচার-ভার পুত্রকে দিয়াছেন।' *(যোহন ৫: ২২ পদ)*।

স্রষ্টা ঈশ্বরের পক্ষে, যিশুখ্রিস্ট সকল মানুষের বিচার করবেন। সকলের পাপ-পুণ্য কৃত কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করে, প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন নিজের হাতেই! বিচারের পর সকল পুণ্যাত্মাকে স্বর্গীয় অনন্ত-জীবন দেবেন। স্বর্গীয় আবাসে, সবাইকে সম্মানিত করবেন এবং যারা শাস্তি পাবে, তাদের স্থান হবে নরকে।

খ্রিস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যিশুর শিক্ষা, কাজ এবং আশীর্বাদ সর্বদাই চলমান রয়েছে। যখন আমরা মানুষকে ভালোবাসি, ক্ষমা করি, দয়া করি, আমাদের পাপস্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তখনই যিশু আবার আমাদের মধ্যে অবস্থান নেন। তাঁর পুনরুত্থানের গৌরবের অংশীদার করেন আমাদের!

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

মৃত্যু নিয়ে যখনই চিন্তা করি স্বভাব'বশতই আমরা তখন ভয় পাই। কারণ আমরা কেউই এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে চাই না। প্রতিবছর ২ নভেম্বরের খ্রিস্টযাগ আমাদেরকে যেন স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রতি বছর পরলোকগত খ্রিস্টভক্তদের আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগের পর অন্তরে এক নতুন শক্তি ও ভালোবাসা অনুভব করি আবার অন্যদিকে ভয়ও পাই এই ভেবে যে একদিন আমাদেরকেও কবরবাড়িতে একা একা থাকতে হবে। আসলে গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা খুঁজে পাই মৃত্যুই হলো ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার একমাত্র উপায়; এর কোন ব্যতিক্রম নেই। সেমিনারিয়ান হওয়ায় অনেক মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় থাকার সুযোগ হয়েছে আর তখন উপলব্ধি করেছি শেষ যাত্রায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের আহাজারি ও আফসোস। সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন কোন অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর খবর দেখি বা শুনি কিন্তু তখনই উপলব্ধি হয় ঈশ্বরের পরিকল্পনা আর আমাদের পরিকল্পনা এক নয়। কবরবাড়িতে আমাদের প্রিয়জনদের শায়িত করার পর আমরা অনেক সময় ব্যস্ততা বা অন্যান্য কারণেই হোক আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই না। আমরা সর্বদাই বেঁচে আছি 'এক আগামী দিনের' প্রত্যাশায়। মানুষ কোনো গন্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকতে চায় না। সমস্ত জীবন ও অগ্রগতির এটিই সুগভীর অনুপ্রেরণা। আমরা বেঁচে আছি পূর্ণ এক পরিণামের জন্য। নভেম্বর মাসের শুরুতেই আমাদের স্মরণে আসে "একদিন আমাদেরও সমাধিতে নামিতে হইবে"। মূলত তাই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী। আর তীর্থযাত্রী হিসেবে আমাদের যাত্রা পরম পিতার দিকে। আমাদের যাত্রার একমাত্র ও প্রধান লক্ষ্য হলো পিতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করা।

পৃথিবীতে আমাদের ক্ষণস্থায়ী যাত্রা: "পাপ একদিন শুধুমাত্র একজন মানুষের দোষেই এই জগতের মধ্যে এসেছিল; আর তখন সঙ্গে এনেছিল মৃত্যুকে। আর এইভাবে, সকল মানুষ পাপ করেছে বলে মৃত্যু সকলের মধ্যে সংক্রামিত হল" *(রোমীয় ৫:১২)*। আমরা আমাদের আদিপাপের ফলে অনেকবারই স্বভাব'বশত পাপ করে থাকি। আদম এ জগতে পাপ নিয়ে এসেছে এবং আমরা তার বংশধর হিসেবে প্রতিনিয়তই ভুল করি ও অপরাধ করি। কিন্তু যিশু যিনি ঈশ্বর পুত্র, এই জগতে এসেছেন এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। দয়ালু ঈশ্বর আমাদের জন্য অপার সুখের রাজ্য সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সৎ পথে চলি, মানুষের সেবা করি, মানুষকে ভালোবাসি। তিনি চান না কোন মানুষ নরকে যাক। তাঁর কাছে সাধু-পাপী সবাই সমান। পাপীকেও তিনি ক্ষমা করেন, ভালোবাসেন। মৃত্যু দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি আবার তার সাথে পুনরুত্থানও করি। সুন্দর মৃত্যু সবাই চায়। এত মোহনীয় পৃথিবীটা ছেড়ে কার মন চায় চলে যেতে মৃত্যুর অন্ধকার জগতে। তাই সময় থাকতে আমাদের ভাবতে হবে, চলতে হবে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে। প্রতিনিয়ত সজাগ থাকতে হবে যে, আমাকে যেকোন মুহূর্তে চলে যেতে হবে কারণ আমরা এ পৃথিবীতে স্বল্পসময়ের তীর্থযাত্রী। যাদের মনে এই চিন্তা থাকে তারাই সুখী, তাদের মরণ হয় আনন্দের। মানুষ মরে গেলে আমরা কাঁদি, আহাজারি করি অথচ জীবনকালে তার জন্য তেমন কিছু করি না। ক্ষণস্থায়ী তীর্থযাত্রায় আমরা পড়ে থাকি পার্থিব সম্পদ, মোহ-মায়া ও জাগতিক বিষয়বস্তু নিয়ে কিন্তু আমাদের জীবন তখনই সার্থক যখন আমরা যিশুর সাথে পথ চলি এবং তার সাথে জীবন পরিচালনা করি। যুগের পরিবর্তনে আমরা যদি স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দেই তাহলে জীবনের কোন অর্থ নেই। ক্ষণস্থায়ী যাত্রায় এ পৃথিবীতে আমরা কতকিছুই তো ভোগ করি তবে ক'জনই আমরা পরকালের জন্য সঞ্চয় করি?

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে স্বর্গের দিকে আমাদের আশার তীর্থযাত্রা: প্রতিবছর ২ নভেম্বর আমরা একযোগে যেমনি মৃতব্যক্তিদের স্মরণ করি ও তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তেমনি নিজের ভিতরেও কেমন জানি শিহরণ সৃষ্টি হয়। কবরস্থানের কবরগুলো দেখি আর ভাবি একদিন সবাইকে এই কবরে যেতে হবে অর্থাৎ মরতে হবে। আবার মৃত্যুই শেষ নয়। কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস মতে; মৃত্যুই অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার এবং মৃত্যুর পরেই রয়েছে শাশত জীবন। ভারতীয় দর্শন মতে; মৃত্যু হলো অস্তিত্বের বিনাশ কিন্তু আত্মার মুক্তি। অর্থাৎ আত্মা দেহের বন্ধন মুক্ত হয়। তখন এই আত্মাই অস্থির যতক্ষণ না সে পরমা আত্মার সাথে মিলিত হয়। এই যে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময় হলো পৃথিবীতে আমাদের ক্ষণস্থায়ী তীর্থযাত্রা যার জন্য ঈশ্বর আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্ধারিত সময়ে আমাদের সকলকে আবার পিতার কাছে ফিরে যেতে পারে।

এই জগতে আমাদের অনেক আশা রয়েছে; আর আশাই আমাদের সামনে এগিয়ে চলতে প্রেরণা দেয়, শক্তি জোগায় ও পথ দেখায়। কিন্তু আমরা জানি এই জগতের সকল আশা পূর্ণ হয় না তবুও আমরা আশায় বুক বাধি। জগতের সকল আশা পূর্ণ না হলেও আমাদের একটা আশা যেন পূর্ণ হয় আমরা তা চাই। সেই আশা করি কারণ আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষিত হয়েছি এই আশায় যে, আমরা একদিন আনন্দলোকে, সেই স্বর্গলোকে, অনন্ত সুখের সেই অমরাবর্তীতে প্রবেশ করতে পারব। জগতের সকল আশা ব্যর্থ হয়ে যাক, তবু আমরা সকলেই চাই বা আশা করি যেন আমাদের একমাত্র আশা পূর্ণতা পায়। আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী, আমরা এই বিশ্বাসেই ধর্মপালন করি। স্বর্গে যাওয়ার আশা করলেই হবে না, তা অর্জন করার যোগ্যতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। এটাই আমাদের আশার তীর্থযাত্রা। কিন্তু কথা হলো এই আশার যাত্রা আমরা কিভাবে পূরণ করব? এর জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনা ও উপাসনায় তাকে ডাকতে হবে। ধ্যান-সাধনা ও দয়ার কাজ করতে হবে; যারা অবহেলিত তাদের প্রতি সদয় হয়ে সাহায্য করতে হবে।

মৃত্যু জীবনের রূপান্তর মাত্র: এটা চিরন্তন সত্য যে মৃত্যু আমাদের জীবনে আসবেই। আমরা সকলেই চির সুখের অনন্তধামে যাবার জন্য আমন্ত্রিত। কাজেই জন্মিলে মরিতে হইবে এটি কঠিন বাস্তবতা। মৃত্য এক স্বেচ্ছাচারী শাসক। তার শাসন মানতে সবাই বাধ্য। মৃত্যু ঘুন পোকার মতো মানুষকে ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে। মৃত্যু আসে চুপিসারে, চোরের মতো। তাই প্রত্যেক মানুষকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে। অথচ আমরা পার্থিব বাস্তবতায় আমরা মৃত্যুর কথা ভুলে যাই। মৃত্যুই আমাদের হাত ধরে পিতার রাজ্যে নিয়ে যায়, মৃত্যু ব্যতীত আমরা পিতার রাজ্যে বসবাস করতে পারব না। আবার মৃত্যুকে অতিক্রম করার সাধ্যও কারো নেই। দেহটা পচে যায় মাটির সাথে যে মাটি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি। অন্যদিকে আত্মা চলে যায় ঈশ্বরের কাছে। যারা ভালো কাজ করে তারা পিতার সান্নিধ্যে স্বর্গে চিরশান্তি লাভ করে অন্যদিকে যারা পাপ কাজ করেছে তাদের শাস্তি নরকাবাস। এতসব জেনে শুনেও আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই কিন্তু সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বর অপেক্ষা করেন তার সন্তানদের মন পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু আমরা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ না করে যখন মৃত্যুর ডাক আসে তখন বাঁচার জন্য আকুতি-মিনতি করি। কথায় বলে, বড়লোকেরা বেঁচে থাকে খাবারের জন্য আর গরীবেরা খায় বেঁচে থাকার জন্য। মানুষ মরে গেলে আমরা শুধু তার জন্য প্রার্থনা করি, দান-খয়রাত করি, তার নামে কতকিছু গড়ে তুলি। আমাদের উচিত মৃতব্যক্তিদের জন্যও প্রার্থনা করা। সে প্রার্থনা যখন অন্যের মঙ্গলের

জন্য হয় তখন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও তাঁর সৃষ্ট মানুষকে খুশি করেন। মৃত্যুই পর জীবনের পথ প্রস্তুত করে দেয়। মূলত মৃত্যু আমাদের ধ্বংস করে না, আমরা শুধু রূপান্তরিত হই একজীবন থেকে অন্যজীবনে।

মৃত্যু ও শাশ্বত রাজ্যে প্রবেশঃ আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে মৃত্যুর পর পরম আত্মা ধ্বংস হয় না বরং মানবাত্মা চিরন্তন। "আমার পিতার গৃহে অনেক আবাস আছে" *(যোহন ১৪:২)*। এখানে পিতার আবাস বলতে বুঝানো হয়েছে চিরন্তন শান্তির স্থান; যেখানে থাকবে না কোনো কষ্ট, ব্যথা বা মৃত্যু। পৃথিবীতে আমরা যাত্রা করি এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের অর্থাৎ পিতার রাজ্যে প্রবেশ করি যেখানে আমরা চিরকাল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকি। পিতার রাজ্য কোন কাল্পনিক স্থান বা জায়গা নয় কিন্তু এটা চিরন্তন শান্তি, প্রেম ও আনন্দের অভিজ্ঞতা। যিশু ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় এক চোরকে বলেছিলেন, "আজই তুমি আমার সাথে স্বর্গে যাবে" *(লুক ২৩: ৪০)*। যিশুর এই প্রতিশ্রুতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মৃত্যু আমাদের জাগতিক মোহ-মায়া থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও ঈশ্বরের সাথে মিলিত করে। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী যাত্রা পথে আমরা যদি সৎ ও আদর্শে জীবন-যাপন করি তাহলে আমরা মৃত্যুর পর সেই প্রতীক্ষিত শ্বাশত রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব। পিতার রাজ্যে প্রবেশের অন্যতম শর্ত হলো দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন করে ঈশ্বরের পথে ধাবিত হওয়া। আমাদের জীবন পরিচালনা করা উচিত পবিত্র বাইবেলের আলোকে; যার মাধ্যমে আমরা পিতার সাথে কথোপকথন করতে পারি।

মৃতদের স্মরণদিবস পালনের অর্থঃ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের ক্ষণস্থায়ী যাত্রার সমাপ্তি ঘটে। আমাদের ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বহুমানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলি এবং মায়ার বাধনে আবদ্ধ হই। তাই আমার মনে হয়, ঠিক সেই কারণেই প্রতিবছর ২ নভেম্বর পরলোকগত ভক্তবৃন্দের খ্রিস্টযাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মৃতদের স্মরণদিবস পালন করার অর্থ হলো মৃতদের সাথে আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করা। আমরাও একদিন মৃত্যুবরণ করব তা স্মরণে এনে ভালো ও পবিত্র জীবনযাপনের সংকল্প করি। আমাদের মৃত প্রিয়জনেরা জীবনকালে অনেক ভালো কাজ করে সমাজকে আলোকিত করেছেন। নিজেরা সৎ, বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসপূর্ণ জীবনযাপন করার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে অনেকের কাছে দৃশ্যমান করেছিলেন। তা করতে গিয়ে তারা সহ্য করেছেন দুঃখ-কষ্ট, অপমান এবং ত্যাগ করেছেন ভোগবিলাসিতা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, পরচর্চা ও মিথ্যা সম্মান। এরূপ জীবন-যাপন করেছিলেন যাতে তারা মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন লাভ করতে পারেন। অনন্ত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তারা এই সত্যও প্রকাশ করেছেন যে আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাদেরকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমরা তাদের গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে ধ্যান করি। কবরবাড়িতে প্রবেশ করলেই মনে পড়ে আমাদের প্রিয়জনদের কথা, যারা জীবনদশায় আমাদের পরম স্নেহে আগলে রেখেছিলেন। তাই মাতা মণ্ডলী আমাদের একটি দিন সুযোগ দান করে এবং অনুরোধ করেন সকল মৃতব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করতে।

মৃতব্যক্তিদের নিয়ে সাধু-সাধ্বীর উক্তি

➢ *"যারা আমাদের ছেড়ে গেছেন তারা অদৃশ্য নন, তারা কেবল আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গেছেন "- **সাধু আগস্টিন।***

➢ *"যাকে আমরা মৃত্যু বলি, সেটি প্রকৃতপক্ষে অনন্তজীবনের প্রবেশদ্বার" - **আসিসির সাধু ফ্রান্সিস।***

➢ *"প্রভুতে যারা এখন ঘুমিয়ে আছেন তাদের মৃত্যু হয়নি, তারা এখন শান্তির রাজ্যে বিশ্রাম নিচ্ছেন"- **সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী।***

➢ *"যখন আমরা মরতে ভয় পাই, তখন মনে রেখো মৃত্যু কেবল ভালোবাসার এক রূপান্তর মাত্র" - **সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা।***

➢ *"আমার মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় কবর দেবে তা ভেবো না বরং আমার আত্মার জন্য প্রার্থনা কর"- **সাধ্বী মনিকা।***

(বাকি অংশ ১৫নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

পোল্যান্ডে জব ভিসা

১৫ নভেম্বরের মধ্যে পাসপোর্ট জমা দিলে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়।

পোল্যান্ডের নিম্নলিখিত তিনটি সেক্টরে অন্তত ২০০ জন কর্মী প্রেরণের জন্য আমরা সরাসরি পোলিস কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি।

ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু হতে সময় লাগবেঃ ৪-৬ মাস

১|সালাদ ফ্যাক্টরি (সাধারণ কর্মী)বয়সঃ ২৫-৫৫ বছর।
২| টয়োটা ফ্যাক্টরি (মেশিন অপারেটর) বয়সঃ ২৬-৪৬ বছর।
৩| ফার্নিচার ফ্যাক্টরি (সাধারণ কর্মী) বয়সঃ ২৬-৪৬ বছর।

পোল্যান্ডের গড় বেতন হবে ইউরো ১২০০/- ১৭০০/ যা বাংলাদেশী টাকায় ১,৭০,০০০/-২,৪০,০০০/ থাকা ও খাওয়া কোম্পানি বহন করবে।

STUDENT VISA — Japan/ S. Korea/ Canada/ UK/ Australia/ Romania Norway/ Denmark/ Sweden & other Schengen countries.

MIGRATION VISA — USA/ Canada/ Europe/ Japan

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)

আগ্রহী প্রার্থীগণ আজই যোগাযোগ করুন :

+8801827-945246
+8801901-519722
+8801901-519721
info@globalvillagebd.com
www.globalvillagebd.com
@globalvillageacademybd

ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (তয় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।

আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২৩ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

বিজ্ঞ/২৬৫/২৫

আগামীকাল আমি, আজ তুমি

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

"মরণকে তুই করিস নে ভয়,
মরতে হবে যে সবার।
পরকালের কথারে ভাই,
ভেবে দেখ না একবার।"

ঈশ্বর তাঁর মনের মাধুর্য দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টিই করেননি, দিয়েছেন এক অপূর্ব জীবন। আর এইমানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ও চরম বাস্তবতা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু। এই জগৎ-সংসারে একবার জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুকে আমাদের বরণ করে নিতেই হবে। পৃথিবীতে আমাদের জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন কচুপাতার পানি। কারণ মৃত্যু বা মরণ এমনই এক সত্য যার স্বাদ আমাদের সকলকে একদিন গ্রহণ করতেই হবে। ছিন্ন করতে হবে জগতের মায়া ও ভালোবাসার বন্ধন। মানবজীবনে এ যেন এক অমোঘ, অনিবার্য ও রহস্যময় সত্য। এই সত্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আত্মা মুক্ত হওয়ার পর দেহ গলে মাটি হয়ে যাবে। তাই কবিগুরু তাঁর 'অবিস্মরণীয়' কবিতায় বলেছেন, ***"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি, করে গেলে দান"***। কেননা যেখানে জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু আছে। এটাই মৃত্যু সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ।

জন্ম ও মৃত্যু এই দু'য়ে মিলে জীবনের খেলা, যেন চলার অঙ্গ পা তোলা আর পা ফেলা। জীবন ও মৃত্যুর এই সুতো যার হাতে তিনি হলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তাঁর হাতে জীবনের লাটাই। তিনি যখন সুতোয় টান দেন তখন আমাদের জন্ম হয়, আবার যখন তিনি অন্য সুতোয় টান দেন তখন আমরা মৃত্যুর মুখে পতিত হই। কেননা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা জীবনের চরম সত্যের মুখোমুখি হই। একমাত্র মৃত্যুই পার্থিব জগতের মানুষকে জীবনের চরম ও পরম বাণী শোনায় যে, এই জগৎ-সংসারে টাকা পয়সা, সুনাম ও বিত্ত যা কিছু অর্জন করেছি তা আমার জন্য একবার কাঁদবেও না প্রার্থনাও করবে না। কিন্তু মৃত্যুই সেই সত্যময় বাহন যা আমাদের বহন করে অমরত্বের দিকে নিয়ে যায়। আমরা তখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হই। অন্যদিকে খ্রিস্টমণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, পাপের ফলই হচ্ছে মৃত্যু। তবে মানুষের শারীরিক মৃত্যুতেই সমস্ত কিছু ধ্বংস হয় না, কারণ মানুষের রয়েছে শরীর ও আত্মা উভয়ই। এই জগতে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শরীর মাটির সাথে মিশে গেলেও আত্মা কিন্তু অমর থাকে। কেননা খ্রিস্টের মৃত্যু হল বিজয়, তাঁর মৃত্যু হলো জগতের জন্য মহোৎসব। তাই মৃত্যুই আমাদেরকে অমরত্বের দিকে চালিত করে।

কথায় বলে, যার শুরু রয়েছে তা শেষ হবেই, যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা ধ্বংস হবেই এবং যে জন্ম নিয়েছে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবেই। অন্যদিকে মৃত্যু জীবনের শেষ নয় একটি বিশেষ অধ্যায়ের শুরু মাত্র। যেমন শিশুর মৃত্যুতেই কিশোরের জন্ম, গুটিপোকার মৃত্যুতেই প্রজাপতির নিষ্ক্রমণ, শস্যকণার মৃত্যুতেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত শস্য মঞ্জুরীর উদ্ভব, তেমনিভাবে পার্থিব মৃত্যুতেই অনন্ত বা চরম সত্যে প্রবেশ। এইজন্য আমাদের কাছে মৃত্যু হয়ে উঠেছে মহিমান্বিত বিষয়। কেননা মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সসীম সত্ত্বার অধিকারী। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা সেই অনন্ত অসীমের সাথে মিলিত হই। যাতে আমাদের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চিরকাল বসবাস করতে পারি। সসীম মানুষ হয়েও অনন্ত বা অসীমের কাছে যাওয়ার সত্য একটি পথ রয়েছে। আর সেই পথ হচ্ছে 'মৃত্যু'। যা চিরন্তন সত্য। তাই তো কবি জন মিল্টন বলেছেন, *"অসীমের দরজা খুলবার একমাত্র সোনার চাবি-কাঠি হলো মৃত্যু।"*

জন্মের বিপরীত শব্দই হলো মৃত্যু। নশ্বর এই পৃথিবীতে আমাদের জন্ম ও অস্তিত্ব যেমন সত্য তেমনিভাবে মৃত্যুও একটি ধ্রুব সত্য। এমনকি পৃথিবীতে যার জীবন আছে তার মৃত্যু অনিবার্য। আগামীকাল আমি, আজ তুমি; সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। ছাড়তে হবে সকল মায়ার বন্ধন। পাড়ি জমাতে হবে এই জগৎ-সংসার ছেড়ে, কারণ মৃত্যুকে কোনোভাবেই থামিয়ে রাখা যায় না। নীরবে-নিভৃতে মৃত্যু এসে হাজির হয়। জীবনের প্রাণবায়ু নিয়ে চলে যায় যমরাজ। নিথর দেহটুকু শুধু পড়ে থাকে এই পৃথিবীর মাটিতে। তোমার-আমার সবার জন্য বন্ধ হয়ে যায় এই জগৎ-সংসারের দরজা। কিন্তু তখন নতুন বেশে, নতুনরূপে শুরু হয় অনন্ত জীবনের যাত্রা।

আমরা যারা জীবিত আছি, আমাদের প্রত্যেককে আজ না হয় কাল মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে। কেননা 'মৃত্যু' আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যার মধ্য দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা আসে। তাই মৃত্যু ছাড়া পুনরুত্থান ও স্বর্গসুখ বা পূর্ণতা সম্ভব নয়। কারণ খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেই আমাদের এই ক্ষয়শীল দেহটা থেকে আত্মার মুক্তি সাধন করে গেছেন। যার জন্য মৃত্যু না হলে আত্মার মুক্তি নেই। কবি জন ডান **"ডেথ বি নট প্রাউড"** বইয়ে লিখেছেন- *"একটা ছোট ঘুমের পর যখন আমরা চিরকালের জন্য জাগবো, মৃত্যু তুমি তখন থাকবে না; তোমারই তখন মৃত্যু হবে।"* তাই আমরা যেন মৃত্যুকে ভয় না করি বরং সর্বদা প্রস্তুত থাকি তাকে গ্রহণ করার জন্য।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরূপে আমাদের জন্য মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মৃত্যু দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি, আবার তাঁরই সাথে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি। এ প্রসঙ্গে আন্তিয়োকের সাধু ইগ্নাসিউস বলেছেন, *"আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার চেয়ে বরং খ্রিস্ট যিশুতে মৃত্যুবরণ করা আরও শ্রেয়।"* মৃত্যুই একমাত্র পথ যে পথ আমাদেরকে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে যেতে সাহায্য করে। ইহ্ জীবন থেকে নবজীবনে যাবার একমাত্র দরজা হচ্ছে 'মৃত্যু'। মৃত্যুর মতো এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর কিছুই বোধ হয় আর নেই। কারণ মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত জীবনের সিংহদ্বার। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুতে ভয়ের কিছুই নেই। কারণ যিশু বলেছেন, "তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর" *(মার্ক ১২:২৭)*। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, *"মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে। আজ আমি মরণে ভয় করি নে।"*

এই পৃথিবীতে আমরা সবাই প্রবাসীর মত জীবনযাপন করছি। এ জগৎ-সংসারে যা কিছু আছে, সবকিছুই ফেলে রেখে একদিন আমাদের প্রত্যেককে অনন্তধামে পাড়ি দিতে হবে। কারণ মৃত্যু হল মানুষের ইহজীবনের সমাপ্তি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সমাপ্তিহীন অনন্ত জীবনের সূচনা। প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা যে, খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর যেমন পুনরুত্থান ও নবজীবন আনয়ন করেছেন তেমনি আমরাও মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হব। আমাদের হৃদয়ে সেই বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য সাধু পল বলেছেন, "আসলে আমার কাছে বেঁচে থাকার মানেই খ্রিস্ট আর মরে যাওয়া সে তো একটা লাভ" *(ফিলিপ্পীয় ১: ২১)*। তাই এই নভেম্বর মাসে মাতামণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করে আমরা যেন আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করি। আগামীকাল আমি, আজ তুমি- আমাদের সকলকে যেহেতু মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে তাই আমরা হলাম পার্থিব সংসারে তীর্থযাত্রী। এই জগতের তীর্থযাত্রী হয়ে আমরা যেন খ্রিস্ট যিশুতে আশা রেখে প্রাত্যহিক জীবন যাপন করি। তাই মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের অন্তর আত্মাকে সজাগ ও সচেতন করে রাখার জন্য প্রতিদিনই এই চরণটি স্মরণ করতে পারি যে,

তুমি চলে গেলে আমি একা,
আমি চলে গেলে তুমিও একা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. *মঙ্গলবার্তা বাইবেল- মিংঙো. খ্রীষ্টিয়াঁ ইস.জে.*
২. *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা: ৪২ - ২০২১ এবং ২০২২।*
৩. *রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড।*

(গত ৩৯ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

তাতেই সমস্তের শুরু, তাতেই সমস্তের পরিণতি

টমাস রনি গোমেজ

ঙ) মধ্যস্থান (Purgatory)

১. মধ্যস্থানের বাস্তবতা (Reality of Purgatory)

ক) ধর্মতত্ত্ব (Dogma): যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু এখনও সামান্য পাপ (venial sin) বা পাপের সাময়িক শাস্তি (temporal punishment) বহন করছে, তাদের আত্মা স্বর্গে প্রবেশের পূর্বে এক শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ার (process of purification) মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় purgatorium যেখানে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও দয়ার সমন্বয়ে এক প্রকার শুদ্ধিকরণের অগ্নি (cleansing fire) কাজ করে। লিয়ন, ফ্লোরেন্স এবং ট্রেন্ট মহাসভাসমূহ এই বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বাসীদের প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ ও আত্মত্যাগ মধ্যস্থানে থাকা আত্মাদের সহায়তা করতে পারে।

Cathari, Protestant Reformers এবং কিছু বিভক্ত গ্রিক গোষ্ঠী যারা মধ্যস্থানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেই মণ্ডলী এই শিক্ষা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। মণ্ডলী ঘোষণা করে যে, মধ্যস্থান হল এক অস্থায়ী অবস্থা, যেখানে আত্মারা ঈশ্বরের দয়ায় পবিত্রতার পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য সাময়িক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যায়, যাতে তারা স্বর্গের দিব্য দর্শনের (Beatific Vision) জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

খ) পবিত্র বাইবেলীয় প্রমাণ : যদিও পবিত্র শাস্ত্রে "মধ্যস্থান" শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি, তবু এর ধারণা পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মেই সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত।

১. ২ *মাকাবিয়* ১২:৪২-৪৬ পদে দেখা যায়, যুদা মাকাবিয় তাঁর পতিত সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা ও বলি অর্পণ করেন, যা মৃতদের পরবর্তী শুদ্ধিকরণের প্রতি বিশ্বাস নির্দেশ করে।

২. *মথি* ১২:৩২-এ খ্রিস্ট বলেন, "..... সে কখনো ক্ষমা পেতেই পারেনা, ইহকালে নয় পরকালেও নয়" অর্থাৎ মৃত্যুর পরও কিছু ক্ষমা বা পরিশোধনের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

৩. ১ *করিন্থীয়* ৩:১৫-এ সাধু পল বলেন, "সেই রক্ষা পাওয়া কিন্তু আগুনের মাঝখান দিয়ে গিয়ে রক্ষা পাওয়ারই মত"–যা এক প্রকার শুদ্ধিকরণের অগ্নিকে ইঙ্গিত করে।

৪. *মথি* ৫:২৬-এর ঋণগ্রহীতার উপমায়ও দেখা যায়, ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে মুক্তি পায় না।

মণ্ডলী পিতৃগণ এই সমস্ত অংশকে মৃত্যুর পর আত্মার পরিশোধনমূলক শাস্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; যা নরকের অনন্ত যন্ত্রণা নয়, বরং সাময়িক ও সংশোধনমূলক (remedial) এক প্রক্রিয়া।

গ) পরম্পরার প্রমাণ (Proof from Tradition): মণ্ডলীর পরম্পরা মধ্যস্থানের প্রতি বিশ্বাসকে আরও শক্তভাবে সমর্থন করে। সাধু সিপ্রিয়ান ও সাধু আগস্টিন স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেন যে, যারা অসম্পূর্ণ অনুতাপসহ মৃত্যুবরণ করে, তাদের মৃত্যুর পর শুদ্ধিকরণের একটি অবস্থা থাকে, যা নরকের অনন্ত শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

সাধু আগস্টিন তাঁর *Ignis Purgatorius* (শুদ্ধিকরণের অগ্নি) শিক্ষা দ্বারা দেখান যে, এই শুদ্ধিকরণ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও দয়ার প্রকাশ। যে আত্মারা যথেষ্ট পবিত্র নয় স্বর্গে প্রবেশের জন্য, কিন্তু নরকের জন্যও অযোগ্য, তারা এই মধ্যবর্তী অবস্থায় সাময়িক যন্ত্রণা ভোগ করে, যা বিশ্বাসীদের প্রার্থনা দ্বারা খুব দ্রুত লাঘব হতে পারে।

ঐশতাত্ত্বিকভাবে, মধ্যস্থান ঈশ্বরের দুইটি গুণের সামঞ্জস্য প্রকাশ করে ১. পবিত্রতা (holiness), যা দাবি করে যে কেউ অপরিশুদ্ধ অবস্থায় স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে না। "কিন্তু অশুচি-অপবিত্র কোন কিছু এখানে ঢুকতেই পারবে না।" *(প্রত্যদেশ ২১:২৭)* এবং ২. ন্যায়বিচার (justice), যা প্রত্যেক পাপের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি চায়। অতএব, মধ্যস্থান ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায়বিচারের এক সুষম প্রকাশ, যা আত্মাকে পরিপূর্ণ পবিত্রতায় রূপান্তরিত করে ঈশ্বরের সাথে শাশ্বত মিলনের জন্য প্রস্তুত করে।

২. শুদ্ধিকরণের অগ্নির প্রকৃতি (The Nature of the Punishment of the Cleansing Fire)

মধ্যস্থানের শুদ্ধিকরণমূলক যন্ত্রণা দু'টি দিক নিয়ে গঠিত:

১. poena damni – ঈশ্বরের দর্শন থেকে সাময়িক বঞ্চনা, যা আত্মার মধ্যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা সৃষ্টি করে; আত্মা জানে যে সে একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবে, কিন্তু ততক্ষণ সে অপেক্ষা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পায়।

২. poena sensus – এক প্রকার পরিশোধনমূলক যন্ত্রণা, যা প্রায়শই "অগ্নি" হিসেবে প্রতীকায়িত। এটি ধ্বংসের আগুন নয়, বরং পবিত্রতার আগুন–যা আত্মার সব কলঙ্ক দূর করে।

এই যন্ত্রণা ভালোবাসা ও আশার মধ্য দিয়ে ভোগ করা হয়; এটি আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের উপযুক্ত করে তোলে।

৩. পরিশোধনের লক্ষ্য (Object of the Purification): মধ্যস্থানে শুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করা। অর্থাৎ, অবশিষ্ট ক্ষুদ্র পাপসমূহ (venial sins) মোচন করা এবং পাপের সাময়িক শাস্তি (temporal punishment) সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা। সাধু টমাস আকুইনাসের মতে, এই শুদ্ধিকরণ হল আত্মার ঈশ্বরপ্রদত্ত অনুতাপ (contrition) ও প্রেম দ্বারা সম্পন্ন হয়, যদিও এটি আর নতুন কোনো কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে না, কারণ কৃতিত্ব অর্জনের সময় শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর মাধ্যমেই। মধ্যস্থানে আত্মারা স্বেচ্ছায় ও ভালোবাসা সহকারে তাদের যন্ত্রণা গ্রহণ করে, একে বলা হয় satispassio অর্থাৎ প্রেমভিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত। তারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার মেনে নেয় এবং পবিত্রতার পূর্ণতার জন্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না তারা ঈশ্বরের দর্শনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

৪. পরিশোধনের স্থায়িত্ব: মধ্যস্থানে পরিশোধনের আগুন সাময়িক এটি চিরস্থায়ী নয়। এটি শেষ বিচারের পূর্বেই সমাপ্ত হবে, কারণ সেই সময়ে কেবল দু'টি শাশ্বত অবস্থা থাকবে আর তা হল স্বর্গ ও নরক। মধ্যস্থানের স্থায়িত্ব ব্যক্তিভেদে ভিন্ন কারও জন্য তা অল্প সময়ের, কারও জন্য দীর্ঘতম, তাদের আত্মিক অবস্থা ও শুদ্ধিকরণের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। যখন আত্মা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই সে সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের দিব্য আনন্দ ও দর্শনে প্রবেশ করে।

চ) খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন (The Second Coming of Christ)

১. দ্বিতীয় আগমনের বাস্তবতা: খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন (Second Coming ev Parousia) খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি মৌলিক ও অপরিহার্য শিক্ষা। যিশুখ্রিস্ট আবার আসবেন স্বমহিমায় জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করার জন্য এবং তাঁর মুক্তির কার্য সম্পূর্ণ করার জন্য *(শিষ্য ১:১১; মথি ১৬:২৭)*। প্রথম আগমনে তিনি এসেছিলেন উদ্ধারকর্তা ও পরিত্রাতা হিসেবে, কিন্তু দ্বিতীয় আগমনে তিনি আসবেন বিচারক ও রাজা হিসেবে, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের পরিপূর্ণতা দান করবেন। এই আগমন হবে মহিমান্বিত ও দৃশ্যমান, এবং এর মাধ্যমে ইতিহাসে ঈশ্বরের

পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবে।

২. দ্বিতীয় আগমনের লক্ষণসমূহ: খ্রিস্ট নিজেই মথি ২৪ অধ্যায়ে এবং অন্যান্য প্রবক্তা ও লেখকগণ বিভিন্ন "চিহ্ন" উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে ঘটবে। এই চিহ্নগুলো বিশ্বাসীদের প্রস্তুত থাকতে আহ্বান করে।

ক) সকল জাতির কাছে সুসমাচারের প্রচার: যিশু বলেন, "ঐশ রাজ্যের মঙ্গলবার্তা আগে সারা জগতের মানুষের কাছে প্রচারিত হবে..... তবেই তো আসবে সেই সব কিছুর শেষ" *(মথি ২৪:১৪)*। অতএব, সুসমাচারের সর্বজনীন প্রচার ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের একটি পূর্বশর্ত।

খ) ইহুদিদের রূপান্তর বা মনপরিবর্তন হওয়া: *(রোমীয় ১১:২৫-২৬)* এ সাধু পল ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ইস্রায়েল জাতি শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টে বিশ্বাস করবে এবং "ঘটবে সমস্ত ইস্রায়েলের পরিত্রাণ।" মণ্ডলী পিতৃ গণ এই ভবিষ্যদ্বাণীকে খ্রিস্টের আগমনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে দেখেছেন।

গ) বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি হওয়া: শেষকালের একটি গুরুতর লক্ষণ হবে মহা ধর্মত্যাগ বা apostasy যখন অনেকে সত্য বিশ্বাস ত্যাগ করবে *(২ থেসালোনিকীয় ২:৩)*। এই অবিশ্বাসের সময়কাল মণ্ডলীর জন্য গভীর পরীক্ষা ও শোধনের সময় হিসেবে বিবেচিত।

ঘ) খ্রিস্ট বিরোধীদের আবির্ভাব: সাধু পল লিখেছেন যে, "যে মানুষ সেই মহাশত্রু" বা "অধার্মিক ব্যক্তি" প্রকাশ পাবে, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের আসনে বসাবে, নিজেকে ঈশ্বর ব'লেই জাহির করবে এবং সমস্ত মিথ্যা চিহ্ন ও বিস্ময় দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করবে *(২ থেসালোনিকীয় ২:৪)*।

ঙ) কঠিন দুর্ভোগ ও বিপর্যয়: খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "সেই সময়ে এমনই নিদারুন ক্লেশ দেখা দিবে যা জগতের সেই শুরু হতে আজও পর্যন্ত কখনো দেখা যায়নি" *(মথি ২৪:২১)*; "সূর্য ও চাঁদ অন্ধকার হবে, তারাগুলো পতিত হবে, আর নভোমন্ডলের যত প্রাকৃতিক শক্তিগুলো সবই তখন আলোরিত হবে" *(মথি ২৪:২৯-৩০)*। এই ঘটনাগুলোকে ঈশ্বরের বিচারের প্রস্তুতি হিসেবে দেখা হয়, যা সৃষ্টিকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে।

৩. দ্বিতীয় আগমনের সময়কাল: খ্রিস্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে কেউই জানে না সেই দিন ও ঘণ্টা কখন আসবে; না স্বর্গদূতেরা, না পুত্র নিজেও, শুধুমাত্র পিতা জানেন *(মার্ক ১৩:৩২)*। অতএব, বিশ্বাসীদের আহ্বান জানানো হয় সদা সর্বদা জাগ্রত ও প্রস্তুত থাকতে। এই অজানা সময়কাল মানুষকে আধ্যাত্মিক অলসতা থেকে মুক্ত করে এবং সর্বদা বিশ্বাস, ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার মধ্যে জীবিত থাকতে অনুপ্রাণিত করে। দ্বিতীয় আগমন কেবল ভবিষ্যতের কোনো দূরবর্তী ঘটনা নয়; এটি বর্তমান জীবনের একটি আধ্যাত্মিক আহ্বান যাতে প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের জন্য প্রতিদিন নিজের জীবনকে প্রস্তুত করে।

ছ) মৃতদের পুনরুত্থান

১. পুনরুত্থানের বাস্তবতা: মৃতদের পুনরুত্থান হল খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি মৌলিক বিশ্বাস, আর তা হল শেষ দিনে সমস্ত মৃত ব্যক্তির শরীর ও আত্মা একত্রে পুনরুত্থিত হবে, যেমনটি আমরা প্রেরিতদের বিশ্বাসের মন্ত্রে ঘোষণা করি। খ্রিস্ট নিজেই এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন, ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়েই পুনরুত্থান ঘটবে *(যোহন ৫:২৯; মথি ২২:৩০)*। পুরাতন নিয়মেও এই বিশ্বাসের পূর্বাভাস পাওয়া যায়; *দানিয়েল ১২:২* পদে বলা হয়েছে, "পৃথিবীর ধূলিতলে শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত যারা, তাদের অনেকেই তখন জেগে উঠবে, কেউ-কেউ শাশ্বত জীবন পাবার জন্যে, আবার কেউ-কেউ চিরকালের মতো ঘৃণ্য অসম্মানিত অবস্থায় পড়ে থাকবে।"; এবং *(২ মাকাবিস ৭:৯)* এ শহীদরা বলেন, "তখন তিনি একদিন নিশ্চয়ই আমাদের পুনরুত্থিত করবেন, আমাদের বাঁচিয়ে তুলবেন চিরকালের মতো।" নতুন নিয়মে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্রিস্টের নিজের পুনরুত্থানের উপর, যিনি 'নিদ্রিতদের প্রথম ফল' *(১ করিন্থীয় ১৫:২০-২৩)*। যদিও শুধুমাত্র যুক্তি দ্বারা এই বিশ্বাস প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তবুও এটি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ দেহ, যা আত্মার সঙ্গে পাপ ও সৎকর্মে অংশীদার হয়েছে, তাকে শাশ্বত পরিণতিতে আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরস্কার বা শাস্তিতে অংশ নিতে হবেই। অতএব, পুনরুত্থান ঈশ্বরের মুক্তির পূর্ণতা এবং মৃত্যুর উপর খ্রিস্টের বিজয়কে প্রকাশ করে।

২. পুনরুত্থানের পূর্ব ও পরবর্তী দেহ: দেহের পুনরুত্থান শিক্ষা দেয়া হয় যে প্রত্যেকে সেই একই দেহ নিয়ে পুনরুত্থিত হবে যা তারা পৃথিবীতে ধারণ করেছিল তবে এটি হবে নতুন ও গৌরবময় রূপে। চতুর্থ ল্যাতেরান মহাসভা (১২১৫) এই সত্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে এবং অরিজেনের সেই ভুল ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে যেখানে তিনি বলেছিলেন যে পুনরুত্থিত দেহ বস্তুগতভাবে ভিন্ন হবে। পবিত্র শাস্ত্র ও পরম্পরা উভয়ই এই নব দেহের পরিচয়ের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। সাধু পল বলেন, "এই যে মর আমিটা, তাকে পরিধান করতে হবে অবিনশ্বরতা" *(১ করিন্থীয় ১৫:৫৩)* আর মাকাবিয় শহীদরা বলেন যে, তারা তাদের একই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের কাছ থেকে আবার ফিরে পাবে। মণ্ডলী পিতৃগণ বিশেষত সাধু জাস্টিন ও সাধু মেথডিয়াস বলেন, 'এই দেহই পুনরুত্থিত হবে', কারণ পুনরুত্থান মানে আত্মার দ্বারা সেই একই দেহের পুনর্জীবন, যা ঈশ্বরের শক্তি ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য। পুনরুত্থিত দেহ পৃথিবীর সব উপাদানে অংশ বজায় রাখবে না, তবে তার ব্যক্তিগত পরিচয় ও পূর্ণতা রক্ষা করবে। এটি হবে সম্পূর্ণ নির্দোষ, বিকলাঙ্গতামুক্ত ও স্বাভাবিক পরিপূর্ণতায় পুনরুদ্ধারিত। সাধু টমাস আকুইনাস বলেন, মানুষ পুনরুত্থানের পর তার "যৌবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থায়" (prime state) পুনর্গঠিত হবে, যেখানে ক্ষয়, ক্ষুধা, কিংবা প্রজনন থাকবে না; কারণ পুনরুত্থিতরা "ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের মতো হবে" *(মথি ২২:৩০)*। অতএব, যে দেহ একসময় কষ্টভোগ করেছিল, সেটিই আত্মার গৌরব ভাগ করবে, হবে রূপান্তরিত, কিন্তু পরিচয়ে একই আমিত্ব থাকবে।

৩. পুনরুত্থিত দেহের গঠন ও গুণাবলী: যে দেহ মৃত্যুবরণ করেছিল, সেটিই পুনরুত্থানের সময়ে আবার জীবিত হবে। দানিয়েল ১২:২ অনুসারে, অধার্মিকদের দেহও পুনরুত্থিত হবে কিন্তু বিচারের জন্য, মুক্তির জন্য নয়। ধার্মিকদের দেহ হবে খ্রিস্টের মহিমান্বিত দেহের অনুরূপ *(ফিলিপীয় ৩:২১; ১ করিন্থীয় ১৫:৪২-৪৪)* অবিনশ্বর, দীপ্তিময়, এবং আধ্যাত্মিক দেহ।

এই দেহের চারটি বিশেষ গুণ থাকবে। আর তা হল;

১.যন্ত্রনাবোধহীনতা (Impassibility): দেহ দুঃখ-কষ্ট, রোগ ও মৃত্যুর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

২.সূক্ষ্মতা (Subtility): আত্মা ও দেহের মধ্যে সম্পূর্ণ সঙ্গতি থাকবে, ফলে দেহ আত্মার ইচ্ছানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে অনুগত থাকবে।

৩. দ্রুততা (Agility): দেহ আত্মার ইচ্ছানুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে চলাচল করতে পারবে এবং স্থান, সময় ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পারবে।

৪.উজ্জ্বলতা (Clarity): দেহ ঈশ্বরের মহিমা প্রতিফলিত করে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করবে, যেমন যিশু রূপান্তর সময়ে করেছিলেন *(মথি ১৩:৪৩)*।

অন্যদিকে, অধার্মিকদের দেহও অমর হবে, কিন্তু তা গৌরবহীন ও যন্ত্রণাদায়ক রূপে থাকবে কারণ তাদের অমরত্ব ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আনন্দের জন্য নয়, বরং চিরস্থায়ী শাস্তির জন্য।

জ) সার্বজনীন বিচার

১. সার্বজনীন বিচারের বাস্তবতা: সার্বজনীন বিচার (General Judgment), যাকে Final Judgment বা Last Judgment নামেও বলা হয় তা হল সেই

মহামুহূর্ত যখন খ্রিস্ট তাঁর দ্বিতীয় আগমনে সমস্ত মানবজাতিকে একত্রিত করবেন এবং তাদের কর্মফল অনুযায়ী বিচার করবেন।

পবিত্র বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "মানবপুত্র যখন আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবেন আর তার সঙ্গে আসবে সমস্ত স্বর্গদূত সে তখন নিজের গৌরবের সিংহাসনে এসে বসবে এবং তার সামনে তখন সকল জাতির মানুষদের সমবেত করা হবে" *(মথি ২৫:৩১-৩২)*। এই সার্বজনীন বিচার কেবল ব্যক্তিগত রায়ের পুনরাবৃত্তি নয়; এটি হবে ঈশ্বরের ন্যায়, দয়া ও প্রজ্ঞার সর্বজনীন প্রকাশ। এখানে সমগ্র সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করবে কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ইতিহাসে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং কিভাবে তাঁর ন্যায়বিচার ও দয়া একত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাধু আগস্টিন বলেন, যেমন বর্তমানে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার অনেকের কাছে গোপন, তেমনি সেই দিনে তা সবার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, সার্বজনীন বিচার হল এক প্রকাশের বিচার (judicium manifestatiuvm) যেখানে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত সবার কাছে দৃশ্যমান ও বোধগম্য হবে।

২. সার্বজনীন বিচারের পরিপূর্ণতা ও উদ্দেশ্য: সার্বজনীন বিচার সম্পন্ন হলে, ধার্মিক ও অধার্মিক উভয় শ্রেণির শাশ্বত পরিণতি নির্ধারিত হবে। যেমনটি খ্রিস্ট বলেছেন, "তখন এরা যাবে শাশ্বত দণ্ডলোকে আর ধার্মিকেরা যাবে শাশ্বত জীবনলোকে" *(মথি ২৫:৪৬)*। ধার্মিকরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে যেখানে তারা চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনে অবস্থান করবে। অধার্মিকরা অনন্ত বিচ্ছিন্নতায় পতিত হবে যা ঈশ্বর বিরোধী স্বাধীন ইচ্ছার চূড়ান্ত ফলাফল। এই বিচার ইতিহাসের এক পরিপূর্ণ সমাপ্তি নির্দেশ করে। সমস্ত সৃষ্টি, যা একসময় পাপে কলুষিত ছিল, তখন তা ঈশ্বরের চূড়ান্ত ন্যায়বিচারের দ্বারা পুনরুদ্ধারিত হবে।

সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের ঐশ তত্ত্বাবধান (divine providence) সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। মানব ইতিহাসে প্রতিটি ঘটনার মাধ্যমে কিভাবে ঈশ্বরের ন্যায়, দয়া ও জ্ঞান কার্যকর হয়েছে তা সবাই দেখতে পাবে। সাধু টমাস আকুইনাস বলেন, সার্বজনীন বিচার কেবল ব্যক্তিগত আত্মাদের জন্য নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টির ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ অনেক সময় পাপী ব্যক্তি পৃথিবীতে সমৃদ্ধি ভোগ করে এবং ধার্মিক ব্যক্তি কষ্ট পায়; কিন্তু শাশ্বত বিচারে এই বৈষম্য দূর হবে এবং ঈশ্বরের ন্যায় পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে। অতএব, সার্বজনীন বিচার হল ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত বিজয় যেখানে সমস্ত কিছু তাঁর মধ্যে একীভূত হবে, যেমন লেখা আছে, "স্বয়ং ঈশ্বরই হবেন সব-কিছু সবারই মধ্যে " *(১ করিন্থীয় ১৫:২৮)*।

ঝ) পৃথিবীর সমাপ্তি

১. পৃথিবীর শেষ দিনের বাস্তবতা: খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে, পৃথিবীর সমাপ্তি বা end of the world হল সেই অন্তিম সময়, যখন বর্তমান সৃষ্টির সবকিছু সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হবে এবং ঈশ্বরের পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। "আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কথা কখনও লোপ পাবে না" *(মথি ২৪:৩৫)*। পৃথিবীর সমাপ্তি কেবল প্রাকৃতিক বা জ্যোতির্বিজ্ঞানিক কোন ঘটনা নয়, বরং ঈশ্বরের ন্যায় ও বিচারের পরিপূর্ণ প্রকাশ। সার্বজনীন বিচার, মৃতদের পুনরুত্থান এবং খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন এই চূড়ান্ত সময়ের অংশ। এই দিন সমস্ত শক্তি ও শক্তিমত্তা যা পাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, ঈশ্বরের মহিমা দ্বারা সমাপ্ত হবে এবং সৃষ্টির পূর্ণ নবীকরণ ঘটবে।

২. চূড়ান্ত বিনাশ এবং নবীকরণ : সেই শেষ সময়ে, পুরাতন জগত ও সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত বা অপরিপূর্ণ সৃষ্টি ধ্বংস বা পুনঃনবীকরণের মধ্য দিয়ে যাবে। শাস্ত্রানুসারে, "সেইদিন এক প্রচণ্ড হুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে নভোমণ্ডল; সৃষ্টির মৌল উপাদান সবই বিলীন হয়ে যাবে অগ্নিদহণে। তখন পৃথিবী ও পার্থিব যত কর্মকীর্তির আসল রূপ প্রকাশ পাবে।....." *(২ পিতর ৩:১০-১৩)*। এই ধ্বংস বা পরীক্ষা হবে সৃষ্টি ও মানবতার বিশুদ্ধি বা শোধন। ধার্মিকদের জন্য এটি আনন্দের কারণ তখন তাদের উপর কোনও অসম্পূর্ণতা থাকবে না। অধার্মিকদের জন্য এটি শাশ্বত শাস্তি যা তাদের বিচ্ছিন্নতা ও অবিশ্বাসের প্রতিফলন। এরপর ঈশ্বর নতুন সৃষ্টি শুরু করবেন "নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী" *(প্রত্যাদেশ ২১:১-৫)*। নতুন পৃথিবী হবে অনন্ত পবিত্র, অপরাজেয় ও আনন্দময়, যেখানে ঈশ্বরের রাজ্য শাশ্বত ভাবে বিরাজ করবে। সাধু টমাস আকুইনাসের মতে, এই নবীকরণ মানব ও সৃষ্টির পূর্ণ আনন্দের জন্য হবে। সমস্ত শোক, দুর্ভোগ এবং পাপের ফলাফল ধ্বংস হবে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য শাশ্বতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী: নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর ধারণা মণ্ডলীর শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১. নতুন স্বর্গ – ঈশ্বরের শাশ্বত বসবাস ও পুণ্য আত্মাদের জন্য মহিমান্বিত অবস্থান। ২. নতুন পৃথিবী – সমস্ত সৃষ্টি পুনরায় ঈশ্বরের ন্যায় ও দয়ার অধীনে, সুখ ও শান্তির পূর্ণতা লাভ করবে। এই নতুন সৃষ্টি হবে দৃঢ়, স্থায়ী এবং আনন্দময়, যেখানে আর কোনো রোগ, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা বা পাপ থাকবে না। এটি অনন্ত স্বর্গীয় শান্তি এবং ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায়ের অনন্ত প্রকাশ। পৃথিবীর সমাপ্তি শুধুমাত্র নিঃশেষ নয়, বরং ঈশ্বরের রাজ্যের চূড়ান্ত বিজয় ও নবীন সৃষ্টি। এটি প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য আশা, অনুপ্রেরণা এবং শাশ্বত আনন্দের প্রতিশ্রুতি।

সহায়ক গ্রন্থ

১. OTT LUDWIG, Fundamentals of Catholic Dogma, B. Herder Book Company, Missouri, 1955.

২. বন্দ্যোপাধ্যায় সজল এবং মিংঙো খ্রীষ্টিয়াঁ, *মঙ্গলবার্তা;* প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০২।

৩. সাধু বেনেডিক্ট মঠ কর্তৃক অনুদীত: *পবিত্র বাইবেল*, *জুবিলী বাইবেল*, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা ২০০৬।

৪. খ্রীষ্ট ধর্মীয় শাব্দিক পরিভাষা, খ্রীষ্টজ্যোতি পালকীয় সেবা কেন্দ্র, রাজশাহী ২০১৭।

(১১নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

➢ *"যে আত্মা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তার জন্য মৃত্যু ভয় নয় বরং আশীবাদ"* - ***সাধু পাদ্রে পিও।***

➢ *"খ্রিস্টে মৃত্যু; মানে পরাজয় নয় বরং অনন্ত জীবনের জয়"*- ***সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল।***

➢ *"যে মৃত্যুতে খ্রিস্টকে পাওয়া যায় তা জীবনের থেকেও সুন্দর"* - ***লয়েলার সাধু ইগ্নাসিউস।***

➢ *"মৃত্যু হলো আত্মার জন্মদিন যেখানে মানুষ দেহের সীমা পেরিয়ে ঈশ্বরের আলোয় প্রবেশ করে"* - ***সাধু টমাস আকুইনাস।***

➢ *"জীবিত অবস্থায় যদি আমরা খ্রিস্টের সাথে থাকি তাহলে মৃত্যুর পরেও আমরা খ্রিস্টের সাথে থাকব"*- ***সাধু আম্ব্রোজ।***

অতএব, নভেম্বর মাস আমাদের স্মরণে আসে, "আমাদেরও সমাধিতে নামতে হবে।" মূলত তাই আমরা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে স্বর্গসুখ লাভের আশায় নিরন্তর যাত্রা করছি। প্রিয়জনদের মৃত্যুতেই আমরা উপলব্ধি করে থাকি মৃত্যুর আঘাত। কঠিন এ মৃত্যু যন্ত্রণা। মরণাপন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা ও যত্নশীল হওয়া কতই না আনন্দের। শেষ মুহূর্তে শুধু প্রার্থনার ফলে তার মনে আসবে অনুশোচনা। মনে মনে সেও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় প্রণত হবে। তাই আসুন, আমরা যারা খ্রিস্টে দীক্ষিত হয়েছি, নিজেদের মৃত্যু নিয়ে একটু ধ্যান করি এবং নিজেকে আবিষ্কার করি। ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে আমাদের যাত্রা যেন হয় স্বর্গের দিকে, একদিন যেন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থ:

- *মঙ্গলবার্তা বাইবেল*
- *রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় কর্মশালা*
- *উপদেশ, বিশপ জের্ভাস রোজারিও*
- *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ৩৯, ২০১৮*
- *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সংখ্যা ৪১, ২০১৮*

কবরের সংলাপ

ভিনসেন্ট কোড়াইয়া

স্থান : ঢাকার তেজগাঁও গির্জার কবরস্থান

সময়: রাত বারটা

(বর্ষাকাল, দুপুর থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হয়েছে। শেষ প্রান্তের একটু নিচু কবরগুলোতে পানি জমে আছে। সেদিকের একটি কবর থেকে উঠে আসে একজন বয়স্ক মানুষ। মানুষটির নাম হেবল রোজারিও। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে আসে কবরস্থানের মাঝখানের একটি কবরে।)

হেবল: ভাই যাকোব, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? যাকোব, শুনতে পাচ্ছ? একটু শোন না ভাই!

যাকোব: এত রাতে কে?

হেবল: আমি হেবল।

যাকোব: কোন হেবল?

হেবল: চিনতে পারছো না, সেই যে মনিপুরিপাড়ায় আমার বাসায় তুমি ভাড়া থাকতে।

যাকোব: ওহ্! আমার বাড়িওয়ালা হেবল'দা! তা কি মনে করে গরীবের কাছে?

হেবল: আমি জানি আমার উপর তোমার অনেক রাগ আছে। কিন্তু আমি নিরুপায় হয়ে তোমার কাছে এসেছি। আমার প্রতি একটু দয়া কর।

যাকোব: আমি দয়া করবো আপনাকে! পৃথিবীতে আপনি কত ধনবান, প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন, মনিপুরিপাড়ায় আপনার চারতলা বাড়ি ছিলো, তেজকুনিপাড়ায় ফ্ল্যাট ছিলো, গ্রামে অঢেল সম্পত্তি ছিলো, অগণিত টাকা ছিলো, সমাজে প্রতিপত্তি ছিলো, প্রভাব ছিলো। আমি'তো একজন তুচ্ছ মানুষ ছিলাম, আমি কিভাবে দয়া করবো আপনাকে!

হেবল: ওসব বলে আমাকে আর লজ্জা দিওনা ভাই। ধন সম্পদ আর সমাজের প্রতিপত্তির কারণে অহংকারে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম এ সবই বুঝি স্থায়ী কিন্তু আসলে পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী না, সবই ক্ষণস্থায়ী। আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি আমার পতন। পতন শুরু হলো আমার স্ত্রীর অকাল মৃত্যু দিয়ে। বলা যায় আমার অবহেলা আর অত্যাচারের কারণেই তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সে একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এরপর আমি হারাতে লাগলাম আমার সামাজিক মর্যাদা। আমার অসততা আর ভুলের জন্যই এমনটি হলো। যাদের আমি আমার শিষ্য বলে, নিজের মানুষ বলে জানতাম তারাই ডোবালো আমাকে। এরপর আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। দেশে বিদেশে চিকিৎসা করিয়ে কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করে ফেললাম। থাক, ওসব কথা থাক, যে জন্য তোমার কাছে এসেছি সেটাই বলি। তোমার কবরে আমাকে একটু স্থান দাও ভাই।

যাকোব: কেন, আপনার কবরে কি সমস্যা?

হেবল: প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আমার কবরে পানি জমে আছে, সে পানি কবরের ভেতরেও ঢুকে গেছে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। তাই উঠে এলাম, ভাবলাম অন্য কারো কবরে গিয়ে দেখি, কেউ আমাকে একটু জায়গা দেয় কি না। আর জানি না কেন, তোমার কথাই আমার আগে মনে পড়লো।

যাকোব: হেবল'দা আপনার মনে আছে আপনার বাড়ির ছাদে দু'টো সেমিপাকা ঘর ছিলো, আমি আমার স্ত্রী আর দু'টো ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে ভাড়া থাকতাম। বৃষ্টি হলে টিনের চালের ছিদ্র দিয়ে, আর জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে পানি ঢুকতো ঘরে, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে খুব কষ্ট হতো আমাদের। আপনাকে অনেকবার অনুরোধ করেছি, দাদা আমাদের অনেক কষ্ট হয়, বাচ্চা দু'টোর জ্বর ঠাণ্ডা লেগেই থাকে, ঘর দু'টো একটু মেরামত করে দেন। আপনি মেজাজ দেখিয়ে বলতেন, আমি কিছুই করতে পারবো না, তোমার পোষালে থাক, নইলে চলে যাও, দরজা খোলা। আপনি জানতেন আমার যা উপার্জন তাতে এর চেয়ে ভালো বাসা আমি ভাড়া নিতে পারবো না।

হেবল: আমার সব মনে আছে ভাই।

যাকোব: এটা কি মনে আছে, কয়েক মাস আমার চাকরি ছিলো না, দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গিয়েছিলো, আপনি নির্দয়ভাবে আমাদের বাসা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমি কত অনুরোধ করেছিলাম, আমার স্ত্রী কান্নাকাটি করেছিলো, আপনি শোনেননি। বরং আমাদের নতুন ফ্রিজটি রেখে দিয়েছিলেন ভাড়া উশুল করার জন্য।

হেবল: ভাই যাকোব, তোমার প্রতি আমি অনেক অন্যায় করেছি। আমি ক্ষমা চাচ্ছি। তবে কি জানো, প্রতিটি অন্যায়ের শাস্তিও আমি পেয়েছি। আমি যাই দেখি অন্য কারো কাছে জায়গা পাই কি না!

যাকোব: কোথাও যেতে হবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

হেবল: আসবো? তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?

যাকোব: ক্ষমা অনেক আগেই করেছি হেবল'দা। ভুলেও গিয়েছিলাম ওসব, আপনি মনে করিয়ে দিলেন।

নারীকণ্ঠ: এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বলছিসরে যাকু?

যাকোব: মা উনি হেবল'দা, মনিপুরিপাড়ায় তার বাসায় আমরা ভাড়া থাকতাম। অনেক রাত হয়েছে মা, তুমি এখন ঘুমাও। দেখেছেন হেবল'দা, আমার কত সৌভাগ্য, মার কবরের পাশেই আমি স্থান পেয়েছি। যখন খুশি মার সঙ্গে কথা বলি, গল্প করি অতীত দিনের। মন খারাপ হলে মা আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

হেবল: সত্যি তুমি ভাগ্যবান যাকোব, আসলে পৃথিবীতে তোমার ভালো কাজের, ভালো জীবন যাপনের পুরস্কার তুমি পেয়েছ।

যাকোব: তা জানি না, তবে আমি ভালো আছি। আমার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে আর নাতি নাতনি প্রায়ই আসে আমার কবরে, আমাকে ফুল দেয়, মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে। আমার ছেলেটা ব্যাংকার আর মেয়েটা ডাক্তার। ঈশ্বরের কি মহিমা দেখেন, আপনার বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার কিছুদিন পরেই একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি হয়ে যায় আমার। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে দেখতে আসে না?

হেবল: নাহ্, কেউ আসে না। আমার ছেলে দু'টো মানুষ হয়নি। কোন আয় উপার্জন করে না। বাড়ি ভাড়ার টাকা দিয়ে চলে। নেশা করে আর যত আজেবাজে মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে। মাঝে মাঝে দুই ভাই ঝগড়া মারামারিও করে। সবাইকে বলে বেড়ায়, বাবা ওদের জন্য কিছুই রেখে যায়নি। অথচ আমি মারা যাওয়ার পর আমার অনেক টাকা ওরা পেয়েছে। বিয়ে করেছিলো দু'জনেই। ওদের অনৈতিক জীবন যাপনের কারণে দু'জনের বউও চলে গেছে। আমার মেয়েটা ভালো। ভালো একটা স্বামীও পেয়েছে। স্বামীর সঙ্গে বিদেশে থাকে। মেয়েটা সুখে আছে, এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। আমার মনে হয় কি জানো যাকোব, ঈশ্বর যদি আমাকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দিতেন, তবে খুব সুন্দর একটা জীবন আমি যাপন করে আসতাম।

যাকোব: আপনার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে হেবল'দা। আসলে আমরা যখন নিজের ভুল বুঝতে পারি তখন করার আর কিছুই থাকে না। অনেক রাত হয়েছে, আসুন ঘুমিয়ে পড়ি।

হেবল: হ্যাঁ, তুমি ঘুমাও। মনে হয় আজ আর ঘুম হবে না আমার!

উপন্যাস

তিন বুড়োর গল্প

যোসেফ শরৎ গমেজ

(গত ৩১ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

ঐদিন রাতে আমার ঘরে ছেলের লাশের পাশে বসেছিলাম সারারাত। আমার মনে হয়েছিল কে যেন আমায় পেয়ালা ভরে বিষ দিচ্ছে আমি অকপটে পান করে যাচ্ছি। সেদিন আমার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল আজও সেই চোখে জল ঝরেনা। তুমি আমার ছেলের কথা জেনে কষ্ট পাচ্ছ। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। আমার কিন্তু কোন অনুভূতিই জাগেনা। আমার ছেলে নেই আর কোন দিন ফিরে আসবেনা একথাটি আমি মনেও করতে পারিনা। বলতে বলতে কমল অন্যমনষ্ক হয়ে পরে। কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এক সময় নিজে নিজেই বলতে থাকে, জান শংকর ছোট বেলায় আমার দাদুকে দেখেছি আমার দাদীর সাথে সারাক্ষণ ঝগড়া করতে। আমার দাদু ছিল খুব রাগী মানুষ কথায় কথায় লাঠি নিয়ে আমার দাদীকে মারতে আসতো কিন্তু মারতো না কোন দিন। আমি দাদুকে একদিন বলেছিলাম তুমি সব সময় দাদীর সাথে এমন কর কেন? সেদিন আমার দাদু বলেছিল, দাদু ভাই আমার একটা কথা মনে রাখিস, বউ হলো ঢাকের মতো সব সময় লাঠির আগায় রাখবি। লাঠি ঠিক না থাকলে ঢাক বেতাল হয়ে যাবে। সেদিন দাদুর কথার মানে বুঝিনি আজ বুঝতে পারছি। শংকর কমলের মনের অবস্থা বুঝতে পারে ওর বুকের ভেতরের যন্ত্রণাটা জোর করে চেপে রাখতে চাইছে। তাই শংকর ওর সাথে তাল মিলিয়ে বলে, বন্ধু তোমার দাদু যে কথা তোমাকে বলেছিল তা ঠিকই বলেছিল। তখন ঐরকমই ছিল। এখন জামানা পাল্টে গেছে। এখন সেই রামও নেই অযোধ্যাও নেই। কমলের মনটা হালকা করার জন্য শংকর বলে, আমাদের বন্ধু বিপিনের খবর কি? সেই বিপিন শিকদার? অনেকদিন তার সাথে আমার যোগাযোগ নেই। তুমি কি জান এখন কোথায় আছে কেমন আছে? কমল কয়েক মুহূর্ত নিরব থেকে বলে, বিপিনের সাথে আমার যোগাযোগ আছে। ওতো আমার একমাত্র কাছের বন্ধু। মাঝে মাঝে ফোনে ওর সাথে কথা বলি। নিজের কষ্টের কথা ওকেই বলি। আমাদের মত বয়সের মানুষের কথা কেউ শুনতে চায় না। বিপিন ভাল আছে। খুবই ভাল আছে। আগে মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে আসতো। এখন ওর বাড়ীতে যাই। শংকর বলে, ওকে একটা ফোন দেও আমি কথা বলি।

কমল পকেট থেকে ফোন বের করে বিপিনকে ফোন করে; রিং হয় কিন্তু ফোন ধরেনা। দ্বিতীয়বার রিং করতেই অন্যপ্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠে বলে ওঠে, হ্যালো কে? কমল বলে, আমি কমল বলছি। ও কমলদা কেমন আছ? ভাল আছি তোমরা কেমন আছ? বিপিন কোথায়? অন্যপ্রান্ত থেকে সুহাসিনি বলে ওতো ঘুমিয়ে ছিল এখন ঘুম থেকে উঠেছে। একটু ধর আমি ওকে দিচ্ছি। বিপিন ঘুম থেকে ওঠে বারান্দায় বসেছিল। সুহাসিনি ফোনটা নিয়ে বিপিনকে দেয়। বিপিন হ্যালো বলতেই অন্যপ্রান্ত থেকে কমল বলে, নমস্কার নমস্কার আমি কমল বলছি। আরে কমল অনেক দিন পরে ফোন করলে ভাল আছ তো? হ্যাঁ, আমি ভাল আছি। তুমি শংকরের সাথে কথা বল। শংকর মোবাইল হাতে নিয়ে বলে নমস্কার বিপিন শিকদার কেমন আছ? বিপিন উচ্ছসিত হয়ে বলে, নমস্কার। তুমি আমাকে শিকদার বলে ডাকতে। স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠে, টিফিনের সময় আমাদের পুকুরপাড়ে আড্ডা দেবার সময় মনে আছে তো তোমার? শংকর হাসতে হাসতে বলে, সে সব দিনের কথা কি ভোলা যায়? বিপিন বলে, তুমি কবে এসেছো বিদেশ থেকে? আর কত দিন থাকবে? আর যাব না। চাকুরির পাঠ একেবারে চুকিয়ে এসেছি। শংকরের কথা শুনে বিপিন খুব খুশি হয়ে বলে, খুব ভাল করেছ। এখন তিন বন্ধু মাঝে মাঝেই আড্ডা দেওয়া যাবে। বিপিন একটু দম নিয়ে বলে, আরে আস না একদিন আমার বাড়িতে। শংকর বলে, আসবো আসবো এখন তো অফুরন্ত সময়। আমি আসবো তুমি যাবে। তাতো ঠিক আছে। আগামীকাল শুক্রবার ছুটির দিন স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ, রাস্তা ঘাট খালি তুমি কমলকে নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এসো। আমরা তিন বন্ধু এক সাথে বসি। এরপর আমরা পরিবার নিয়ে একে অপরের বাড়িতে যাবো কেমন? ঠিক আছে আমি কমলের সাথে কথা বলে দেখি ও কি বলে। বিপিন বলে তুমি কমলকে ফোনটা দাও। আমিই ওর সাথে কথা বলি। শংকর ফোন কমলের হাতে দেয়।

কমল হ্যালো বলতেই বিপিন বলে, শোন কমল, শংকরের সাথে আমার কথা হয়েছে আগামীকাল সকাল ১০ টার মধ্যে তুমি আর শংকর চলে আসো আমার বাড়িতে। সারাদিন চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। কমল বলে ঠিক আছে তবে সকাল ১০টায় না, সাড়ে ১০টায় আসবো।

পরদিন সকালে চা নাস্তা খাওয়ার পর শংকর স্ত্রী মিথিলাকে বলে রনি তো এখনও ঘুম থেকেই উঠেনি। হ্যাঁ, অনেক রাতে ফিরেছে। ঠিক আছে ঘুম থেকে উঠলে ওকে বলবে আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে থাকতে। কোথাও যেন না যায়। আমি এখন বিপিনের বাড়ি যাচ্ছি কমলকে সাথে নিয়ে। আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

কমল ওর বাড়ির পথেই দাঁড়িয়েছিল শংকর ওকে ইজি বাইকে তুলে নিয়ে যায়। দু'বন্ধু গল্প করতে করতে সোনাদিঘি গ্রাম ঘেসে যে বিশাল বাজার সেখানে নেমে বড় সাইজের মিষ্টি, ফজলী আম পাঁচ কেজি আর সেই বাজারের বিখ্যাত মিষ্টি রসমালাই কিনে আবার ইজি বাইকে বসে। প্রায় ৫/৬ মিনিটের মধ্যেই বিপিনের বাড়ির উঠানে গিয়ে নামে।

বাড়িতে বিপিন ওদের অপেক্ষাতেই ছিল। দু'বন্ধুকে দেখে হাসি মুখে সাদরে গ্রহণ করে। শংকর মিষ্টি আর আম বিপিনের হাতে তুলে দেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিপিনের স্ত্রী সুহাসিনী। শংকর সুহাসিনীকে দেখে নমস্কার নমস্কার বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি মাখা মুখে বলে, তোমার বয়স আগের চেয়ে কমে গেছে। তোমাকে দেখে মনেই হয়না তুমি ঠাকুরমা হয়ে গেছ। তোমার মুখের সেই হাসিটা আগের মতোই আছে। শংকরের কথা শুনে সুহাসিনি মৃদু হেসে বলে হ্যাঁ অনেক বছর পরে দেখছ বলেই তোমার দৃষ্টি সেই আগের জায়গাতেই আছে।

কথা বলতে বলতে সবাই বারান্দায় গিয়ে ওঠে। বারান্দার পশ্চিম কর্নারে খুব সুন্দর করে সাজানো চেবিল চেয়ার। বিপিন দু'বন্ধুকে নিয়ে বসে পড়ে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যে চারজন ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো বিপিন তাদের একে একে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথমেই যিনি এলেন তিনি সুদর্শন যুবক। বয়স একুশ। হলিক্রসের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নাম জয়। বিপিনের একমাত্র নাতী। জয় তিন দাদুকে প্রণাম করে নিজের দাদুর পাশে গিয়ে বসে।

এরপর যিনি সামনে এগিয়ে এলো বর্ষা। নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ইউফ্রেজী স্কুলে পড়াশোনা করছে। বয়স ১২ বছর। মুখের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। বর্ষা তিন দাদুকে প্রণাম করে তার দাদুর পাশে গিয়ে বসে। এরপর বিপিনের মেয়ে পুজা, শংকর আর কমল দুই আংকেলকে প্রণাম বরে। বিপিন বলে আমার একমাত্র মেয়ে পুজা। চিত্রাংকনের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছোটবেলা থেকে। UNIVERSITY OF DEVELOPMENT ALTERNATIVE (UDA) এ ভর্তি হয়ে মাষ্টার্স পাশ করে এখন একটা আর্টস স্কুল খুলেছে। খুব ভালো চলে। বর্তমানে এক শতের উপর ছাত্র-ছাত্রী আছে। এরপর বিপিনের মেয়েজামাই শংকর আর কমলকে প্রণাম করে। ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাম কিংশুক মন্ডল। উত্তরবঙ্গের লোক। ইন্টার মিডিয়েট পাশ করে ব্যবসায় নেমে পড়ে। এখন একজন সফল ব্যবসায়ী। নবাবগঞ্জ বাগমারার কাছে বিশাল এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলেছে, জম জমাট ব্যবসা। পরিচয়ের পালা শেষ হলে সবাই বসে পড়ে। এমন সময় সুহাসিনি ট্রেতে করে চা মিষ্টি নিয়ে আসে। বিপিন সুহাসিনিকে দেখে বলে, এ হলো আমার অর্ধাঙ্গিনী এর পরিচয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কমল বলে, না-না বউদির নতুন করে পরিচয়ের দরকার নেই। বউদি একলাই একশো। পুজা ওঠে ঘরের ভেতর থেকে ভাপা পিঠার প্লেটগুলো নিয়ে আসে। বিপিন বলে দেখ, তোমরা আসবে শুনে কাল থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আজ ভোর পাঁচটায় উঠে এই সব পিঠা বানিয়েছে। পিটা খেতে খেতে শংকর বলে, বিদেশে থেকে এই সব মজার পিঠা খাওয়াই ভুলে গেছি।

(চলবে)

আলোচিত সংবাদ

সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতিতে গড়ে উঠবে আত্মনির্ভর বাংলাদেশ – প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। '৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস' উপলক্ষে ১ নভেম্বর দেওয়া এক বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সমবায় খাতকে আধুনিক ও গতিশীল করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, সঞ্চয় ও ঋণদান এবং কুটিরশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, 'সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়' এ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও ১ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী '৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সব সমবায়ী ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, দেশ ও জনগণের উন্নয়নে গৃহীত যে কোনো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সামাজিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত অপরিহার্য। সমবায়ের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ কাজ আমরা অনায়াসে করতে পারি। সমবায় সমিতিগুলো শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয় বরং সমাজের নানাবিধ সমস্যা দূর করতে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তিনি আরো বলেন, দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। প্রধান উপদেষ্টা '৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০২৫' উপলক্ষে গৃহীত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

তথ্যসূত্র: https://www.ittefaq.com.bd/758994

নীরবতার আলোয় মৃতদের স্মরণ

ভোরের নরম কুয়াশা ভেদ করে তেজগাঁও ও ওয়ারীর প্রাচীন চার্চে রবিবার (২ নভেম্বর) পালিত হয়েছে কাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের 'অল সোলস ডে'–মৃত আত্মাদের স্মরণ ও শান্তির প্রার্থনার দিন। সকাল থেকে সমাধিক্ষেত্রগুলো ভরে ওঠে প্রার্থনা, ফুল ও মোমবাতির আলোয়। স্বজনদের কবর পরিষ্কার করে অনেকে সেখানে বসে নীরবে প্রার্থনা করেছেন। কেউ এনেছেন শিশুদের সঙ্গে নিয়ে, কেউ নামহীন কবরেও জ্বালিয়েছেন আলো। তেজগাঁও চার্চে ঘুরে দেখা গেছে, সবাই পরলোকগত স্বজনের জন্য প্রার্থনায় মগ্ন চার্চে কিংবা কবরস্থানে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেজগাঁও চার্চের কবরস্থানে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। বিকেল ৪টায় শুরু হয় 'খ্রিস্টযাগ'। যেখানে ক্রুশ, পবিত্র প্রতীক ও সংগীতের সঙ্গে প্রার্থনার শোভাযাত্রা চলে প্রাঙ্গণ জুড়ে। প্রার্থনায় অংশ নিতে এসেছিলেন ক্লারা। তিনি বলেন, 'আমার মা মারিয়া ১৫ বছর আগে চলে গেছেন। আজও আমি তাঁর জন্য ফুল আর আলো নিয়ে আসি। মনে হয়, এই আলোটা তাঁর কাছে পৌঁছে যায়।' অন্যদিকে ভোর থেকে ওয়ারীর প্রাচীন খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্রেও জমায়েত হন অসংখ্য মানুষ। কেউ হাতে ফুল, কেউ মোমবাতি, কেউবা ছোট্ট শিশুকে নিয়ে এসেছেন প্রার্থনায় অংশ নিতে। কেউবা গভীর মনোযোগে কবরের চারপাশের আগাছা পরিষ্কারে ব্যস্ত। এরই মধ্যে দেখা যায় ফুল দিয়ে সাজানো কবরের পাশে বসে আছেন মধ্যবয়স্কা মিরান্ডা হাওলাদার। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কবরের দিকে। তিনি জানান, এটি তাঁর বাবার কবর। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মারা গেছেন। তিনি বলেন, 'বাবা নিয়ম করে প্রতিবছর এখানে আসতেন মোমবাতি জ্বালাতে। আজ আমি তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে একই কাজটা করছি। মনে হয়, তিনি দূর থেকে হাসছেন।' ওয়ারী সমাধিক্ষেত্রের এক কোণে রয়েছে 'কলম্বো সাহিব'-এর সমাধি। স্থানীয়রা তাঁকে বলেন, 'ওয়ারীর প্রাচীনতম কবর।' ইতিহাসবিদদের মতে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ শাসনামলে এই ইউরোপীয় বণিকের সমাধিস্থ হয়েছিল এখানে। এদিন এখানেও ফুল ও মোমবাতি রাখা হয়। ওয়ারী ও তেজগাঁও ছাড়াও মিরপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর বিভিন্ন খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্রে দিনটি পালিত হয়। সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রার্থনা চলে রাত পর্যন্ত। কেউ পুরোনো কবর মেরামত করছেন, কেউ ছিটাচ্ছেন গোলাপজল, কেউ কেবল চুপচাপ দাঁড়িয়ে নীরবে প্রার্থনা করছেন।

তথ্যসূত্র:https://samakal.com/bangladesh/article/323465

গুজবে বিশ্বাস নয়, তথ্য যাচাই করে শেয়ার করুন: সিইসি নাসির উদ্দিন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু দেখলেই তা বিশ্বাস করবেন না, শেয়ার করবেন না। আগে সেই তথ্যের সঠিকতা যাচাই করবেন। তথ্য সঠিক হলে তারপর তা শেয়ার করবেন।' সোমবার (৩ নভেম্বর) রাজধানীর ভাটারার আনসার গার্ড ব্যাটালিয়নে (এজিবি) জাতীয় নির্বাচনে আনসার-ভিডিপির ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

সিইসি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে এক 'সংকটময় অবস্থায়' দাঁড়িয়ে আছে এবং আগামী সংসদ নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ ও গণতন্ত্রের পথচলা নির্ধারণ করবে। তিনি তার দায়িত্বকে গতানুগতিক 'রুটিন কাজ' বা 'চাকরি' হিসেবে না দেখে এটিকে 'মিশন' ও 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে নিয়ে কাজ করছেন বলে জানান। তিনি আরো বলেন, 'ভবিষ্যতের জন্য কী বাংলাদেশ রেখে যাব, কোন ধরনের বাংলাদেশ রেখে যাব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রেখে যাব কি না, সেই চিন্তা আমাকে সারাক্ষণ ভাবায়। সবার সহযোগিতা কামনা করে সিইসি বলেন, 'ভোটার, রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে আমরা একটি সুন্দর নির্বাচন উপহার দেব।' ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বরত আনসার সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসা করে সিইসি বলেন, 'তারা "আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মূল শক্তি"। আগামী নির্বাচনে যারা দায়িত্বে থাকবেন, তাদের ওপর আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়িত্ব এসে পড়েছে।'

তথ্যসূত্র: *https://www.kalbela.com/national/237417*

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর 'গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম' উদ্বোধন

মিশরের গির্জায় প্রাচীন বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি 'গ্রেট পিরামিড অব খুফু'র পাশে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম (জিইএম)। এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বলা হচ্ছে, যেখানে এক লাখেরও বেশি প্রত্নসামগ্রী প্রদর্শিত হয়েছে। প্রায় সাত হাজার বছরের ইতিহাসের নিদর্শন রাখা হয়েছে এখানে–প্রাক-রাজবংশীয় যুগ থেকে রোমান যুগ পর্যন্ত। সবচেয়ে আলোচিত প্রদর্শনী হলো বালক সম্রাট তুতেনখামুনের সমাধি থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ সংগ্রহ, যার মধ্যে রয়েছে সোনার মুখোশ, রথ ও সিংহাসন।

১২০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই জাদুঘর বছরে প্রায় ৮০ লাখ দর্শনার্থী আকর্ষণ করবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ। জিইএমের নকশা পিরামিডের আদলে তৈরি ও দেয়ালে খোদাই করা হয়েছে প্রাচীন মিশরীয় লিপি।

তথ্যসূত্র: https://dainikamadershomoy.com/details/019a11f62e98

প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতল ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ভারত। নাভি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে হারমানপ্রীত কৌরের দল প্রোটিয়া নারীদের ৫২ রানে পরাজিত করে ইতিহাস গড়ে। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৭ উইকেটে ২৯৮ রান তোলে। স্মৃতি মান্ধানা ৪৫ ও শেফালি ভার্মা ৮৭ রানের ইনিংস খেলেন, দিপ্তি শর্মা যোগ করেন ৫৮ রান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৫.৩ ওভারে ২৪৬ রানে অলআউট হয়। লরা উলভার্ট ১০১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেললেও দলকে জেতাতে পারেননি। দিপ্তি শর্মা নেন ৫ উইকেট। এর মাধ্যমে ১৩তম আসরে প্রথম শিরোপা জিতে নারী ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়ল ভারত।

তথ্যসূত্র:https://dainikamadershomoy.com/details/019a45dbdbb7

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পোপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে: প্রযুক্তি যেন তোমাদের ব্যবহার না করতে পারে

পোপ চর্তুদশ লিও শিক্ষার জুবিলী উপলক্ষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদেরকে সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করতে আহ্বান জানান, কারণ শিক্ষা হলো "বিশ্ব পরিবর্তনের সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশালী উপকরণগুলোর একটি।" এক সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা জুবিলীর এক পর্যায়ে পোপ চর্তুদশ লিও শিক্ষার্থীদের সাথে পোপ ৬ষ্ঠ হলরুমে দেখা করেন। তাদের সাথে দেখা করে তিনি আনন্দিত কেননা এ ঘটনা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে একসময় তিনি শিক্ষার্থীদের গণিত পড়াতেন। সম্প্রতি ঘোষিত সাধু পিয়ের জর্জো ফ্রাস্সাতির দুটো জীবনবাণী যথাক্রমে 'বিশ্বাস ছাড়া বাঁচা মানে আসলে বেঁচে থাকা নয় কিন্তু কেবল টিকে থাকা' এবং ' উচ্চতায় পৌছাও' স্মরণ করিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'পরিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সাহস রাখো।' পুণ্যপিতা জোর দিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন ফ্যাশন, চেহারা বা ক্ষণস্থায়ী আনন্দে প্রীত না হয়। বরং বড়ো কিছু করার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়। কেননা বড়ো ও ভালো কিছু করা যুবকদের ইচ্ছা যারা আরো ভালো একটি পৃথিবীর জন্য আশা ও পরিকল্পনা করে। তাই পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও তাদেরকে উৎসাহ দেন আশার আলোকবর্তিকা হয়ে উচ্চতার পথে এগিয়ে চলতে। মণ্ডলী ও বিশ্বের জন্য তোমাদের প্রগাঢ় উদ্দীপনার তোমাদের

প্রজন্মকে যদি একদিন 'প্লাস প্রজন্ম' বলা হতো তাহলে তা কতই না চমৎকার হতো। তবে একই সাথে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না। এই লক্ষ্য অর্জনের পথ হলো শিক্ষা, যা বিশ্ব পরিবর্তনের সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশালী উপকরণগুলোর একটি।

ডিজিটাল বিশ্বে শিক্ষা: ডিজিটাল বিশ্বে যুবকেরাই শিক্ষক যা শিক্ষার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। পোপ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমরা ডিজিটাল জগতে বাস করি কিন্তু প্রযুক্তিকে যেন আমাদের গল্প লিখতে না দিই, বা আমাদেরকে ব্যবহার করতে না দিই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। এটি বুদ্ধিমান হলেও আমাদের উচিত তা মানবিকভাবে ব্যবহার করা। তাই ডিজিটালকে মানবিক করে তোলা শেখা দরকার। এটিকে ভ্রাতৃত্ব ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র বানাতে হবে, নয়তো তা হয়ে ওঠবে আসক্তি বা পলায়নের একটি আশ্রয়। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রযুক্তির যুগে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে সাধু কার্লো আকুতিসের জীবনের উদাহরণ টানেন।

শান্তি ও শিক্ষা: শিক্ষার একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো শান্তি আনা। যুদ্ধ, ঘৃণা ও বিভেদের হুমকিতে থাকা ভবিষ্যতকে পরিবর্তনের ক্ষমতা আমাদের আছে। এসবের সমাধান কী? অবশ্যই তা শিক্ষা, তবে তা নিরস্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণমূলক শান্তির শিক্ষা। পোপ মহোদয় ব্যাখ্যা করে বলেন, নিরস্ত্র শুধুমাত্র অস্ত্র থামানোর বিষয় নয়। আসলে সহিংসতা ও অশালীনতা পরিত্যাগ করে আমাদের অন্তরকে নিরস্ত্র করতে হবে। এমন শিক্ষা সকলের সমতা ও বিকাশের পথ রচনা করে, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা স্বীকার করে এবং বিভাজন এড়িয়ে চলে। পুণ্যপিতা পোপ চর্তুদশ লিও সবাইকে প্রথমে নিজেদের জীবনে শান্তির দূত হবার আহ্বান জানান।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, ডাকঘরঃ রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
স্থাপিত ঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজিঃ নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ
মোবাইলঃ ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড"** এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৮ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে **"রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড"** এর ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা রাঙ্গামাটিয়া মিশন কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান	: রাঙ্গামাটিয়া মিশন কমিউনিটি সেন্টার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
তারিখ	: ২৮ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার
সময়	: বিকেল ০৩:০১ মিনিট

বার্ষিক সাধারণ সভার বিস্তারিত আলোচ্যসূচী যথাসময়ে সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্যদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: (১) সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার বকেয়া/খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য কোন ভাবেই সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

ধন্যবাদান্তে,

মিস্ প্রনতী মিলড্রেড কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২৬৪/২৫

কাঁটাঝোপ ও দেবদারু গাছ

এক পাহাড়ের ওপর একটা বিরাট দেবদারু এ গাছ ছিল। আর তার পাশেই ছিল একটা কাঁটাগাছের ঝোপ। দেবদারু গাছ একদিন পাশের সেই কাঁটাগাছের ঝোপটাকে ডেকে বলল, দেখেছিস? একবার চোখ মেলে আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ; আমি কত বড়ো, কত মজবুত আমার কাঠ, কত সুন্দর দেখতে আর কী সুন্দর অঙ্গের গঠন আমার। আর তুই কিনা একটা কুৎসিত ঝোঁপ! যেমন বেঁটে, তেমনি দুর্বল। অতি বিশ্রী আর কুৎসিত দেখতে তুই। দেবদারুর কথা শুনে কাঁটাগাছের মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেল; তাই তো, এটা তো মিথ্যে নয়।

পর দিনই কাঠুরিয়ার দল কুড়াল কাঁধে করে সেখানে হাজির হল। এসেই তারা ঝপাঝপ কুড়ালের কোপ বসাতে লাগল দেবদারু গাছটার গোড়ায়। গাছটা কেটে নিয়ে গেল তারা। ছিন্নমূল দেবদারু গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়বার সময় বড়ো আফসোসের সঙ্গে নিজের মনে বলল, হায় হায়, এর চাইতে আমার কাঁটাগাছের ঝোপ হওয়াই ভালো ছিল। লোকগুলির হাতে তাহলে আমি এভাবে অকালে প্রাণ হারাতাম না।

নৈতিক শিক্ষা : অহংকারীর পতন অনিবার্য।

কাক আর রাজহাঁস

এক ছিল কাক; আর ছিল এক রাজহাঁস। একদিন কাক আর রাজহাঁসের মধ্যে কথা হচ্ছিল। কাক রাজহাঁসকে অনেক দুঃখ করে বললো-তুমি দেখতে কি সুন্দর। আমিও যদি তোমার মতো সাদা হতো পারতাম। আমার গায়ের রং কালো, তাই কি বিচ্ছিরি দেখতে আমি। কাক বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিল যে, হয়তো রাজহাঁস জলে থাকে বলেই তার গায়ের ময়লা ধুয়ে ধুয়ে ফর্সা হয়ে গেছে। যেই না ভাবা অমনি কাকটি সেই মতোই কাজ করতে শুরু করলো। কাক জলে নেমে পড়লো। তারপর জলে বার কয়েক ডুব দিয়ে সে পাড়ে উঠে এল। কিন্তু নিজের গা'য়ের দিকে তাকিয়ে কাক দেখল সে আগের মতোই কালো রয়ে গেছে। তারপর কাকের মনে হলো শুধু জলে নামলেই হবে না। ঐ জলেই তাকে থাকতে হবে। এই ভেবে সে দিনরাত জলেই থাকতে লাগলো। কাক যতদিন ডাঙায় ছিল, যত্রতত্র উড়ে গিয়ে কিছু না কিছু খাবার যোগাড় করতে পারতো। কিন্তু জলের মধ্যে তো কাকের খাবার পাওয়া যায় না। প্রচণ্ড ক্ষিদে পাওয়া সত্ত্বেও কাক জেদ করে জল ছেড়ে উঠলো না। এদিকে না খেয়ে খেয়ে সে ক্রমে শীর্ণ হয়ে যেতে লাগল। এমনি করে জলে থেকে থেকে কাক সাদা হওয়া তো দূরের কথা–না খেয়ে খেয়ে একদিন সে মরে গেল।

শিক্ষা :-"জন্মগত প্রকৃতি বিরুদ্ধে না যাওয়াই উচিত।"

নম্রতা

নম্র হয় যে সবার সাথে,
বড় হয় সে তাই।
যে বলে মিষ্টি কথা,
হাসি থাকে মুখে ভাই।

অহংকার করে লাভটা কী?
মনটা যে হয় ভারী কেমন,
নম্র মানুষ থাকে সুখে,
পায় সকলের হৃদয়-মন।

গাছ যেমন ফল ফলিয়ে,
মাথা রাখে নিচু,
তেমনি মানুষ ভালো হয়,
নম্রতা নেয় তার পিছু।

বৃদ্ধ লোককে জায়গা দিও,
বাসে বা রাস্তাতে,
ছোটরা যদি ভুলও করে,
ক্ষমা করো সাথে।

রাগ নয়, ঝগড়া নয়,
মিষ্টি করে বলো,
মন খুলে দাও ভালোবেসে,
মনে সুখের আলো।

বন্ধুরা যদি কষ্ট পায়,
তুমি পাশে থেকো,
সান্ত্বনার একটুখানি কথায়,
সকলকে হাসি-খুশি রেখো।

তাই তো বলি ছোট্ট বন্ধু ,
মন রাখো সরল,
নম্রতায় সুখের ফুল,
ফুটে রঙে পরম।

সংগ্রহে: ইন্টারনেট

মৃত্যু নিয়ে কিছু উক্তি -

১) "মৃত্যু আমাদের কাছে কিছুই নয়, কারণ যখন আমরা বেঁচে থাকি, তখন মৃত্যু আসে না, আর যখন মৃত্যু আসে, তখন আমরা বেঁচে থাকি না।" - *এপিকিউরাস*

২) "যারা সঠিক পথে দর্শন অনুশীলন করে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল মৃত্যু এবং মৃত্যুর জন্য অনুশীলন করা।" - *সক্রেটিস*

৩) "প্রত্যেক মানুষের জীবন একইভাবে শেষ হয়। তিনি কীভাবে বেঁচেছিলেন এবং কীভাবে মারা গিয়েছিলেন তার বিবরণই কেবল একজন মানুষকে অন্যজনের থেকে আলাদা করে।" - *অস্কার ওয়াইল্ড*

৪) "যখন একজন মহান ব্যক্তি মারা যান, তখন তিনি যে আলো রেখে যান তা বছরের পর বছর ধরে মানুষের পথে পড়ে থাকে।" - *হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো*

৫) "আমরা জানি একদিন আমরা মরে যাব এই জন্যেই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর লাগে। যদি জানতাম আমাদের মৃত্যু নেই তাহলে পৃথিবীটা কখনোই এত সুন্দর লাগতো না।"- *হুমায়ুন আহমেদ।*

৬) "যে মানুষ মারা যাচ্ছে তার উপর কোনো রাগ কোনো ঘেন্না থাকা উচিত নয়।" - *হুমায়ূন আহমেদ*

৭) "মৃত্যু কী সহজ, কি নিঃশব্দে আসে অথচ মানুষ চিরকালই জীবন নিয়ে গর্ব করে যায় ।" - *সমরেশ মজুমদার*

৮) "ভীরুরা মরার আগে বারে বারে মরে। সাহসীরা মৃত্যুর স্বাদ একবারই গ্রহণ করে।" - *উইলিয়াম শেক্সপিয়র*

সংগ্রহে: ইন্টারনেট

মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো বারমারী ফাতেমা রাণী মারীয়ার বার্ষিক তীর্থযাত্রা

ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং: গত ৩০-৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো বারমারী ফাতেমা রাণী মারীয়ার বার্ষিক তীর্থযাত্রা ও উদ্‌যাপিত হলো বারমারী তীর্থস্থানের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী। ৩০ অক্টোবর সকালে ভাতিকান রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ এপোস্টলিক নুন্সিও মহামান্য কেভিন র‍্যান্ডাল স্টুয়ার্ট এবং ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পনেন পল কুবি সিএসসি'কে মান্দি কৃষ্টিতে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর সকাল ১০টায় এপোস্টলিক নুন্সিও মহোদয় ২৫ বছর পূর্তি স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন। সেইসাথে মোমবাতি প্রজ্বলন ও কবুতর উড়ানো ও এই বছরের স্মরণীকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

এরপর দুপুর ২টায় পাপস্বীকার অনুষ্ঠান এবং বিকেল ৪টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এবং বাণী সহভাগিতা করেন কেভিন র‍্যান্ডাল স্টুয়ার্ট। তিনি তার বাণীতে বলেন, "আমেরিকানরা ঈগলকে প্রতীক মনে করে, কারণ জীবনে নিজেকে নবায়ন করার জন্য এক সময় ঈগলের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ঈগলের মতোই আমাদেরকে খারাপ দিক পরিত্যাগ করে নতুন ভালোকে গ্রহণ করে নিতে হবে।" রাত ৮টায় রোজারি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আলোক শোভাযাত্রা এবং রাত সাড়ে ১০টায় আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের পর্ব শেষ হয়।

৩১ অক্টোবর, সকাল ৮টায় 'ক্রুশের পথ প্রার্থনা' মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রার দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয়। অতঃপর সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত পবিত্র খ্রিস্টযাগে সহভাগিতা করেন বিশপ পনেন কুবি সিএসসি ও সহযোগিতায় ছিলেন নুন্সিও মহোদয়, মন্সিনিয়র শিমোন হাচ্চা এবং বারমারী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার তরুণ বনোয়ারী। বাণী সহভাগিতায় নুন্সিও বলেন, "পিতা পরমেশ্বর আমাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই প্রকৃত আমিকে প্রকাশ করেন।" খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার তরুণ সকল তীর্থযাত্রী ও সহযোগীদের ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে নুন্সিও'র বিশেষ আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে এ বছরের তীর্থযাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত তীর্থযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার'সহ প্রায় ৪০,০০০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো জপমালা রাণী মারীয়া মাসের সমাপনী অনুষ্ঠান

ডানিয়েল রোজারিও: গত ২৯ অক্টোবর, রোজ বুধবার, মুশরইল ধর্মপল্লীতে জপমালা রাণী মারীয়া মাসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪ ঘটিকা থেকে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে খ্রিস্টভক্তগণ কুমারী মারীয়ার প্রতিকৃতিসহ রোজারিমালা সহযোগে ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সকলে সমবেত হলে বিকাল ৪:৪৫ মিনিটে মা-মারীয়াকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিশেষ রোজারিমালা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফাদার, সিস্টার, সেমিনারিয়ান ও খ্রিস্টভক্তসহ ৪৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন। মা মারীয়ার স্মরণে অনুষ্ঠিত বিশেষ খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন সাধু পিতর সেমিনারির পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশ নেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ও আধ্যাত্মিক পরিচালক। ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী উপদেশ বাণীতে বলেন, "মা মারীয়া আমাদের জীবনে চলার পাথেয়। আমরা মা মারীয়ার সাথে প্রার্থনায় একাত্মতা প্রকাশ করি। আমরা কেউ নিজেদের চেষ্টায় কোন ফল পেতে পারি না তাই পবিত্র আত্মা আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা নবজীবনের পথে ধাবিত হতে পারি। ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীদের নিয়ে প্রতিটি পরিবারে প্রার্থনার পরিবেশ তৈরি করা। আমি বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি প্রার্থনা আমাদের জীবন পরিবর্তন করতে পারে।" পরিশেষে, পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ মাসব্যাপী রোজারিমালা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সকল পরিবারে মা-মারীয়ার প্রতিকৃতি আশীর্বাদ করেন।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত হলো বাণী পাঠক পদ লাভের অনুষ্ঠান

ইগ্নেশিউস নয়ন পালমা: ২৫ অক্টোবর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সকাল ৬টায় বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে অধ্যায়নরত ২য় বর্ষের সেমিনারীয়ানদের "বাণী পাঠক" পদ লাভের অনুষ্ঠান সূচনা হয়। প্রথমে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ ৬:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতেই ৬ জন বাণী পাঠক প্রার্থীগণ নিয়ে সেবক ও যাজকগণ শোভাযাত্রা করে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে উপদেশের পর ফাদার পল গমেজ বাণীপাঠক পদপ্রার্থীদের সেবা-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা ও পবিত্র শাস্ত্র গ্রন্থ প্রদান করেন। উপদেশ বাণীতে ফাদার পল গমেজ বলেন, আজ আমাদের জন্য একটি বড় আনন্দের দিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। একজন বাণী পাঠকের দায়িত্ব হলো উপাসনার সময় পবিত্র শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের বাণী পাঠ করে শুনানো। এর মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে। যিশুখ্রিস্ট হলেন প্রথম বাণী প্রচারক এবং তিনি তাঁর প্রচার জীবনে শুধু নিজে প্রচার করেননি, তিনি আরো কয়েক জনকে বেছে নিয়েছিলেন এই প্রচার কাজের জন্য। একজন বাণী পাঠক নিজের বিশ্বাস লালন পালন করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সে ধীরে ধীরে ঐশ বাণীকে অনুসরণ করে এবং অন্তরে চেতনা জাগিয়ে তুলে। বাণী পাঠকের ঐশবাণী ঘোষণার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। এটি হলো একটি সেবা কাজ। পরিশেষে, ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা নিদর্শন হিসেবে, আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেদীসেবকদের সাধুবাদ, ফুল ও কার্ড দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন কমিটির উদ্যোগে আশার তীর্থযাত্রার জুবিলী উৎসব

এসএমবি রোজারিও: "তীর্থযাত্রী মণ্ডলীতে বাণী সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে গত ২৪ অক্টোবর রোজ শুক্রবার ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন কমিটির উদ্যোগে ও তাদের অংশগ্রহণে রমনা ক্যাথিড্রালে আশার তীর্থযাত্রার জুবিলী উৎসব করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৭৫ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। আনন্দঘন এই দিনটিতে সকাল ৮টার মধ্যে ভাওয়াল, আঠারোগ্রাম ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণকারীগণ এসে সমবেত হন। পুণ্য দরজা দিয়ে প্রবেশ, মূলভাবের উপর সহভাগিতা, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পাপস্বীকার এবং মহাখ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিনটি অত্যন্ত সুন্দর ও আধ্যাত্মিকভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এরপর শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার কমল কোড়াইয়া মূলভাবের উপর বাস্তব ঘটনা সম্বলিত প্রাণবন্ত সহভাগিতা রাখেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন কমিটির আহ্বায়ক ফাদার আলবিন গমেজ। উপদেশে তিনি বলেন যে, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ হলো সিনোডাল মণ্ডলীর বীজ। এছাড়া তিনি ঐশবাণীর আলোতে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করেন। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে দিবসিক কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

চালনা ধর্মপল্লীর ধোপাদি উপকেন্দ্রে জুবিলী তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন

ফাদার নরেন জে বৈদ্য: বিগত ৩১ অক্টোবর, খুলনা ধর্মপ্রদেশের চালনা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ধোপাদি উপকেন্দ্রে মা মারীয়ার গ্রটোতে তীর্থ জুবিলী উৎসব পালন করা হয়। উক্ত জুবিলী উৎসবের মূলসুর ছিল 'আশার মাতা কুমারী মারীয়া'। চালনা ধর্মপল্লীর ৮টি উপকেন্দ্র ও শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লী থেকে পুরোহিত, সিস্টার ও কাটেখিস্টসহ বিশ্বাসী ভক্তগণ দলে দলে ব্যানার নিয়ে পায়ে হেঁটে তীর্থ উৎসবে যোগদান করেন। মা মারীয়ার ভক্ত অনুরাগী, আশার বিশ্বাসের তীর্থযাত্রীগণ গ্রটোতে সমবেত হলে খুলনার বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, ফাদার বাবলু লরেন্স সরকার, ফাদার শংকর মন্ডল, ফাদার ফিলিপ, ফাদার রিপন সরদার ও পাল পুরোহিত ফাদার নরেন কবুতর উড়ানো এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে জুবিলী তীর্থ উৎসবের উদ্বোধন করেন। অতঃপর ফাদার বাবলু সরকার, "খ্রিস্টভক্তদের জীবনে আশার মাতা মা মারীয়ার ভূমিকা" নিয়ে অনুধ্যান উপস্থাপন করেন। জপমালা ও মানতদান প্রার্থনার পর বিশপ মহোদয় মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তীর্থ জুবিলী উৎসবে প্রায় দুই হাজার ঐশজনগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে, মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে জুবিলী উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি....

প্রকল্পগুলোর কার্যক্রমে আপনাদের অংশগ্রহণই আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার সার্থকতা।

৫½ বছরে দ্বিগুণ — স্থায়ী আমানত — ৯½ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৪.০০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১১.৫০%	১১.০০%	১০.০০%

- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
- ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
- ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000X12)	12,000/=	Total Deposit (1,000X24)	24,000/=	Total Deposit (1,000X36)	36,000/=
Interest 9%	585/=	Interest 9.50%	2,375/=	Interest 9.75%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Diposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

[এছাড়াও ৫/১০ বৎসর মেয়াদী এইচডিপিএস ও ২৫ বছরে ২৫গুণ দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করার সুযোগ]

প্রতাপ আগষ্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282, Dated 06.06.1978

পেপিলন হেনরি পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/২৬৩/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ৪০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 40
Regd. No. DA-33
✦ 9 - 15 November 2025, ১৭ - ২৩ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছরের জুবিলী উৎসবে (১৯৭৫-২০২৫ খ্রি.) নিমন্ত্রণ

সুধী,

রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি আগামী ২৮ ডিসেম্বর রোজ রবিবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে ও ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ সোমবার মহাসমারোহে পালিত হতে যাচ্ছে। উচ্চ বিদ্যালয়টি অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিক জীবন গঠনে অবদান রেখে আসছে ও সমাজে শিক্ষার উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে চলছে। এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে অনেকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অনেকেই পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টার হয়ে দেশ-বিদেশে সেবা কাজ করে যাচ্ছে। এই আনন্দঘন মিলন উৎসবে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টার সবাইকে অংশগ্রহণ করতে আন্তরিকভাবে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনার উপস্থিতি উৎসবকে পরিপূর্ণ করবে ও প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং নতুন পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠবে এক মিলন সেতু ও বন্ধুত্ব। তাই আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

- ঃ অনুষ্ঠানসূচী ঃ-

২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার

বিকাল ৩.০০	:	জুবিলী উদ্বোধন
	:	বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পুনর্মিলন
	:	বক্তব্য ও স্মৃতিচারণ
	:	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
রাত ৮.০০	:	অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার

সকাল ০৮:৩০	:	জুবিলী খ্রিস্টযাগ (গির্জা প্রাঙ্গণ)
সকাল ০৯:৩০	:	জুবিলী র‍্যালি
সকাল ১০:০০	:	জুবিলী উদ্বোধন
সকাল ১০:৪০	:	ডকুমেন্টারি প্রদর্শন
	:	বক্তব্য ও স্মৃতিচারণ
দুপুর ০১:০০	:	প্রীতিভোজ
বিকাল ০৩:০০	:	স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লটারী ড্র।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :

১। রেজিষ্ট্রেশন ফিস প্রাক্তন শিক্ষার্থী ১,০০০ (এক হাজার টাকা) জন প্রতি। [শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.]
২। খাদ্য কুপন সংগ্রহ।
৩। স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা দিতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করা।
৪। আপনার আর্থিক অনুদান - বিকাশ (০১৮৬৮৫৪৫৬৭৭) বা ওয়েবসাইটে পাঠাতে পারবেন।

ফাদার আলবিন গমেজ
আহ্বায়ক
জুবিলী উদ্‌যাপন কমিটি
রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

স্কলাষ্টিকা পালমা
সচিব ও প্রধান শিক্ষক
জুবিলী উদ্‌যাপন কমিটি
রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

যোগাযোগের ঠিকানা: স্কলাষ্টিকা পালমা, প্রধান শিক্ষক, রাঙ্গামাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। মোবাইল ঃ ০১৮৬৮৫৪৫৬৭৭
ওয়েবসাইট: www.rhschool1975.edu.bd

বিজ্ঞ/২৬১/২৫

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org